চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 30 July, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১৫ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে লকডাউন বাড়ল পাঁচ দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ লকডাউনের সময়সীমা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। ৪ আগস্ট ভোর ৫-টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে লকডাউন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার ২৭ জুলাই ভোর পাঁচটা থেকে বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ওই লকডাউন লাগু করা হয়েছিল। আজ এক ভিডিও বার্তায় লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন আগামী ৪ঠা আগস্ট ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে রাজ্যজুড়ে। গত দুইদিনের লকডাউনে যেসব ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও ছাড় ছিল, সেগুলি লাগু থাকবে ৪ তারিখ ভোর ৫ টা পর্যন্ত।

তিনি বলেন রাজ্য সরকার সাত দিনের মধ্যে সমীক্ষার জন্য প্রত্যেকের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত দুই দিনে ৩,৮৮,৭৮২ পরিবারের কাছে আমরা যেতে সক্ষম হয়েছি। তার মধ্যে ৯৮৫৫ জন ব্যক্তিকে আমরা চিহ্নিত করেছি। ৫৬৮৭ টি নমুনা নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১৯৬ টি রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, দুই দিনেই প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাড়িতে সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 'বাড়ি বাড়ি সার্ভে কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য আমাদের লকডাউন বাড়াতে হবে। আগামী ৪ তারিখ ভোর ৫টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে। যে বিধি-নিষেধ গুলি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে সে গুলি লাগু থাকবে।' তিনি বলেন, 'পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য, যে প্রত্যেক বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মী পাঠাচ্ছে।

রাজ্যে কোভিড-১৯ রোগের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে বয়স্করা রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় সবাই কোন না কোন রোগে আক্রান্ত ছিলেন।" তিনি ফের বলেন ১০ বছরের নিচে শিশুদের, গর্ভবতী মহিলা এবং বয়স্কদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যত্ন নিতে হবে।

গত দুই দিন রাজ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লকডাউন পালন করার তার জন্য সকল অংশের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব বলেন 'লকডাউনের ফলে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় আমার পরিবারের, গ্রামের, পারা প্রতিবেশী, সকলের। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলছেন 'জান হে তো জান হে। আগে বাঁচতে হবে তারপর বাকি সবকিছু।

ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের জনগণের দৈনন্দিন জীবনের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দু-তিনটি বড় বড় প্রকল্প নিয়েছে সরকার। আপনারা সে প্রকল্পগুলির বিষয়ে অবগত রয়েছেন। একটা হচ্ছে স্বনির্ভর গ্রাম, স্বনির্ভর পরিবার। গ্রামীণ এলাকায় সবাই যেন স্বনির্ভর হতে পারে সে দিশা তে আমরা এই বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আরেকটি প্রকল্প ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ২১৭ জন করোনা আক্রান্ত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে ২১৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। একটি সরকারী সূত্রে এই সংবাদ জানা গিয়েছে। সূত্রের বক্তব্য বুধবার ৭৫২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২১৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

এদিকে, আক্রান্ত ২১৭ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৮৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩৬ জন, গোমতী জেলায় ৪১ জন, খোয়াই জেলায় ১২ জন, উত্তর জেলায় ২৩ জন, ঊনকোটি জেলায় ১ জন, ধলাই জেলায় ৮ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ১৩ জন।

সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় করোনা সীমাক্ষা টিমের প্রতিনিধরা ২০১১৭৭ বাড়িতে ভিজিট করেছে। এর মধ্যে ৪৭৬০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাতে ১৩৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাছাড়া এদিন রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৫৭ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সুস্থ হওয়ায়।

বহু প্রতীক্ষার পর বুধবার আম্বালায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে পৌঁছল পাঁচটি রাফাল। ছবি-পিআইবি।

ভারতের মাটি স্পর্শ করল পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান

আম্বালা, ২৯ জুলাই (হি.স.)।। ফ্রান্স থেকে দীর্ঘ আকাশ-পথ পেরিয়ে ভারতে চলে এল অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফাল। অবসান হল দীর্ঘ প্রতীক্ষার। গত সোমবার দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের বর্দোয় অবস্থিত মেরিনিয়াক বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার বুধবার দুপুরেই ভারতীয় আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান। ভারত আসার আগে আরব সাগরে মোতায়েন রণতরী আইএনএস কলকাতা-র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে রাফাল।

আইএনএস কলকাতা ডেল্টা ৬৩-র সঙ্গে রাফাল লিডারের কথোপকথন হয়। রেডিয়ো বার্তা পাঠিয়ে বলা হয়, "ভারত মহাসাগরে আপনাদের স্বাগত।

- জলে-স্থলে-আকাশে শত্রুর উপর হামলার ক্ষমতা
- রাফালের গতিবেগ ঘণ্টায় ২২২২ কিলোমিটার
- রাফাল যুদ্ধবিমান পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম
- পদাতিক বাহিনীকে আকাশপথে সুরক্ষা দেওয়া
- শত্রুপক্ষের রেডার জ্যাম করতে পারে রাফাল

আপন গরিমায় আকাশ স্পর্শ করুন। অবতরণ নিরাপদ হোক। আবহাওয়া অনুকূল থাকুক।" জবাবে রাফালের তরফে বলা হয়, "আপনাদের জন্যও আবহাওয়া অনুকূল থাকুক। হ্যাপি হান্টিং। ওভার অ্যান্ড আউট।" তারপরই বিকেল তিনটে নাগাদ হরিয়ানার আম্বালায় ভারতীয় বায়ুসেনার ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান, স্পর্শ করে ভারতের মাটি।

আম্বালায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে পৌঁছনোর পর রাফাল যুদ্ধবিমান গুলিকে "ওয়াটার স্যালুট" দেওয়া হয়। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, বুধবারই সরকারিভাবে রাফালের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে না। আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিমানগুলিকে ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্বে আরও পাঁচটি বিমান অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ আসবে। তার পর ধাপে ধাপে মোট ৩৬টি যুদ্ধবিমান আসবে।

"বিশেষ অতিথি'-দের আগমণকে ঘিরে বুধবার সকাল থেকেই অম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটি এবং সংলগ্ন এলাকায় উৎসাহ যথেষ্ট ছিল। রাফাল এসে পৌঁছনোর আগেই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় অম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটিকে। বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন এলাকায় জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। ড্রোন ওড়ানো, ছবি তোলা এবং ভিডিয়ো রেকর্ড করার উপরও নিষেধাজ্ঞা বসানো হয়। অম্বালা বায়ুসেনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুরবানী ঈদ সংক্ষিপ্ত ভাবে করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কুরবানির ঈদ পালন করা হবে বলে জানিয়েছে আগরতলা সেন্ট্রাল টাউন জামে মসজিদ। আগরতলা সেন্ট্রাল টাউন জামে মসজিদ ও ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ এর এক প্রতিনিধি দল বুধবার আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে রাজ্যের শিক্ষা ও সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে প্রতিনিধিরা মন্ত্রীকে জানিয়েছেন, করোনা অতিমারীতে স্বাস্থ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আনলক-৩ এর নির্দেশিকা জারি

কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে আরও কাজের দরজা খুলে যাবে, উঠছে রাত্রিকালীন কারফিউ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই।। কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরের এলাকাগুলিতে আরও কাজকর্ম চালু করার জন্য আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। নয়া নির্দেশিকা মোতাবেক ব্যক্তিদের রাত্রিকালীন চলাচলের নিষেধাজ্ঞাগুলি (নাইট কারফিউ) তুলে দেওয়া হয়েছে। ৫ই আগস্ট থেকে যোগ প্রতিষ্ঠান এবং জিমগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ববিধি সুনিশ্চিত করতে হবে।

পয়লা আগস্ট থেকে কার্যকর হবে আনলক-৩। ধীরে ধীরে কাজকর্ম পুনরায় চালু করার প্রক্রিয়া আরও বাড়ানো হয়েছে এই পর্যায়ে। এদিন জারি করা এই নতুন নির্দেশিকা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

নতুন নির্দেশিকার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল, ব্যক্তিদের রাত্রিকালীন চলাচলের নিষেধাজ্ঞাগুলি (নাইট কারফিউ) তুলে দেওয়া হয়েছে। ৫ই আগস্ট থেকে যোগ প্রতিষ্ঠান এবং জিমগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ববিধি সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) জারি করবে। সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের অনুমতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনায়নে গুরুত্ব সরকারের, স্বল্প মূল্যে মিলবে চারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজ্য সরকার বনায়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। সেই সাথে বনকে ভিত্তি করে যাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় সেদিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। বুধবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই সাথে অর্থকারী গাছের চারা রোপন করার ব্যপারেও সরকার চিন্তাভাবনা করেছে। তাই রাজ্য সরকারে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিভিন্ন নার্সারিতে যেসব চারা মজুত রয়েছে সেগুলি সুলভ মূল্যে জনগণকে বিক্রি করা হবে। প্রতি চারা একটাকা দরে দেওয়া হবে যাদের নিজের জমিতে লাগানোর

অসুস্থ জাগরণ সম্পাদকের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ দুপুরে ফোন করে শ্রীবিশ্বাসের ডায়ালাইসিস ঠিকভাবে চলছে কিনা তার খোঁজ নেন। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথও জাগরণ সম্পাদককে টেলিফোন করেন এবং শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন।

উল্লেখ্য, জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস গুরুতর কিডনি রোগে আক্রান্ত। সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালাইসিস নিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝেই শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জাগরণ সম্পাদকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনও কামনা করেন। জাগরণ সম্পাদকের পরিবারের সদস্যদের খবরাখবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ কিডনি রোগে গুরুতর অসুস্থ প্রবীণ সাংবাদিক তথা জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জাগরণ সম্পাদকের ডায়ালাইসিস সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। তিনি জানান, আমিও ফোনে প্রবীন সাংবাদিকের খোঁজ খবর নিয়েছি।

খোয়াইয়ে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিম্নমানের খাবর দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ জুলাই।। পরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, জলের সংকট, চিকিৎসক না আসা, খাওয়ার অযোগ্য নিম্নমানের খাদ্য সহ পরিচালনগত বিভিন্ন ত্রুটির অভিযোগে বুধবার খোয়াইয়ের সোনাতলায় আই টি আই কমপ্লেক্সের কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্র চিকিৎসাধীন রোগীদের সম্মিলিত বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠে।

সব রোগী এক সময় যার যার কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দায় এক সাথে জড়ো হয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। পরে যদিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কাছ থেকে বার্তা পেয়ে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা চিকিৎসা কেন্দ্রে ছুটে এসে রোগীদের সাথে কথা বলেন ও উপস্থাপিত বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেন।

উল্লেখ্য যে, খোয়াইয়ের সোনাতলায় আই টি আই কমপ্লেক্সের কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে শুরু থেকেই চিকিৎসাধীন রোগীরা বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ তুলে আসছেন। কিন্তু প্রশাসন বা স্বাস্থ্য দপ্তর, কেউই এসব অভিযোগ কানে তুলতে রাজী নয় বলে অভিযোগ। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, জলের সংকট, চিকিৎসক না আসা, খাওয়ার অযোগ্য নিম্নমানের খাদ্য সহ পরিচালনগত বিভিন্ন ত্রুটির অভিযোগ রোগীদের। শেষে চিকিৎসাধীন রোগীদের ধৈর্য্যের বাঁধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবজারে পৃথক স্থানে করোনা সমীক্ষায় বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ জুলাই।। শান্তিরবাজার মহকুমার পৃথক দুই জায়গায় করুনা সার্ভে টিমকে এলাকায় প্রবেশে বাধাদায়ে এলাকাবাসী। রাজ্য সরকারের আদেশ ক্রমে সারা রাজ্যজুরে শুরু হয় করুনা সার্ভে। এই সার্ভের আজ তৃতীয় দিন।

লোকজনজের সচেতনতার অভাবে তৃতীয় দিনেও বাধার মুখে পড়তে হয়েছে সার্ভে টিমকে। শান্তিরবাজার মহকুমার উত্তর তাকমাকরই চন্দ্র পাড়া ও মনপাথর এলাকার দূর্গারায় বাড়ী মগ পাড়া এলাকার লোকজনেরা পথ অবরোধ করে করোনা সার্ভে টিমকে এলাকায় প্রবেশে বাধা দেয়। এই দুই এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রবেশে বাধা পেয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তর ও স্থানীয় প্রসাশনের দ্বারস্থ হন।

অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী, ডিসিএম সুমন রক্ষিত, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েতের অফিসার অনিতা রিয়াং সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের নতুন শিক্ষানীতিকে মঞ্জুরি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি. স.)।। দেশে নতুন শিক্ষানীতিকে মঞ্জুরি দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পক্রিয়াল নিশাঙ্ক জানিয়েছেন, নতুন শিক্ষানীতি আগামী দিনে দেশের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মাইলফলক হিসেবে পরিণত হবে। আলাপ আলোচনার মধ্যে এই শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

বুধবার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের নতুন শিক্ষানীতিকে মঞ্জুরি দিয়ে দেওয়া হয়। উচ্চ শিক্ষা সচিব অমিত খরে জনিয়েছেন, চার বছর লেখাপড়া করার পর সরাসরি গবেষণায় যেতে পারবে, একসাথে একাধিক বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পাতবে, গ্রেডেশন অনুযায়ী কলেজ গুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষার জন্য একটি নিয়ম থাকবে। তার জন্য অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা হবে। সরাসরি তথ্য জানার অধিকার থাকবে। ডিমড রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি একই মানদণ্ড ব্যবহার করা হবে। শিক্ষাখাতে কেন্দ্র খরচ করবে জিডিপির ছয় শতাংশ।

বর্তমানে খরচ করা হয় ৪. ৪৩ শতাংশ। রাষ্ট্রীয় রিচার্জ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মানোন্নয়ন ঘটানো হবে। প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটানো হবে। কেউ যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। দেশের আটটি ভাষায় অনলাইনের মাধ্যমে ই-কোর্স চালু করা হবে। প্রাক প্রাথমিকের জন্য পাঠ্যসূচি তৈরি করা হবে। ৫ + ৩+৩+৪ ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই কোডিং শেখানো হবে। সর্বস্তরে কলা এবং ক্রীড়া শিক্ষা দেওয়া হবে। মেয়েদের স্কুল গুলিকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করা হবে।

স্কুলশিক্ষায় শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে বদল, উচ্চশিক্ষায় মাল্টিপল এন্টি-এক্সিট ব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষাকে একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার আওতায় আনা, ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন চুম্বকে এটাই নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির নির্যাস। বুধবারই এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে সিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ফলে ৩৪ বছর পর ব্যাপক রদবদল হল দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়।

আগে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ছিল ১০+২ ভিত্তিতে। কিন্তু সেই কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে নতুন শিক্ষানীতিতে করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৮৭ ◻ ৩০ জুলাই ২০২০ ইং ◻ ১৪ শ্রাবণ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বাজারে মূল্যবদ্ধির আগুন

করোনার দাপটে সাধারণ মানুষের যখন নাভিশ্বাস উঠিয়াছে তখন রাজ্যে নিত্য পণ্যের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়াছে। এমনিতেই লকডাউনের কল্যাণে মানুষর রুজি রোজগারের সংকট তীব্রতর হইয়াছে, তখন গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধির আগুনে সাধারণ মানুষ একেবারেই দিশাহারা। বাজারে আলু পেঁয়াজ শাক সব্জীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। আগরতলার বাজারগুলিতে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা মাঝে মধ্যে অভিযান চালাইলেও ফল অষ্টরম্ভা। নামকাওয়াস্তে অভিযানের জন্য ব্যবসায়ীরা বহাল তবিয়তে রাজত্ব চালাইয়াছে। গত ২৪ মার্চ হইতে করোনা সতকর্তায় লকডাউন শুরু হয় তখন বাজালে আলু ব্যবসায়ীরা নানা আছিলায় আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির লাগামছারা মূল্য করিতে শুরু করিয়াছিল। তখনই সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখিতে প্রতিদিন বাজার অভিযান চালায়। গত এপ্রিলের প্রথম হইতে একটানা মে মাসের অভিযান চালায়। তখন বহু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল। অনেক দোকান অস্থায়ী ভাবে সীল করিয়াও দেওয়া হইয়াছিল। সেই সময় দেড় শতাধিক অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আট লক্ষাধিক টাকা জরিমানা আদায় করা হইয়াছিল। তখন যে চাপটা ছিল, ব্যবসায়ীরা ছিলেন তটস্থ। অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এখন আর সেই চাপ নাই। বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের উদাসিনতায় জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি ঘটিয়া চলিয়াছে। প্রশাসন একেবারে নির্বিকার। গত জুন মাস হইতেই অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইয়া চলিয়াছে নানা অজুহাত খাড়া করিয়া। গত প্রায় একমাস যাবৎ প্রতি কিলো আলুর দাম ২৫ টাকা হইতে একলাফে ৩৫ টাকায় নিয়া যায়। মঙ্গলবার আগরতলার বাজারগুলিতে কাঁচা মরিচের খুচরো মূল্য প্রতিকিলো ৬০০ টাকা হইতে ৭০০ টাকার মধ্যে নেওয়া হইতেছে ক্রেতাদের গলা কাটিয়া। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

করোনা মোকাবেলায় রাজ্য সরকার অনেক বেশী ব্যতিব্যস্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। করোনা মোকাবিলা করিতে গিয়া সরকার অন্যদিকে তেমন নজর দিতে না পারার ফলশ্রুতিতে যে নিত্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ তাহা বলা যাইতে পারে। লকডাউনের সময় বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সুযোগেই ব্যবসায়ীরা কাজে লাগাইতেছে। এমনিতেই মানুষের জীবনে সংকটের ডালাপাল গজাইয়া চলিয়াছে। রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে সংকট তীব্রতর। এই অবস্থায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের জীবন তো দুর্বিসহ অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অবস্থার লাগাম না টানিলে প্রশাসন ব্যর্থতার দায় এড়াইতে পারিবে না। বাজারগুলিতে প্রতিনিয়ত প্রশাসনিক তদারকি প্রয়োজন। তাহা না হইলে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর আগ্রাসন রোধ করা যাইবে না। ত্রিপুরা ছোট্ট পার্বতী রাজ্য। এরাজ্যে বাংলাদেশের মাছ না আসিলে মাছের আকাল দেখা দেয়। মাছের যে দাম সাধারণ মানুষ তাহার ধারেকাছেও ঘেঁসিতে পারে না। বাঙালীর স্বপ্ন ছিল 'মৎস্য মারিব খাইব সুখে'। মাছে ভাতে বাঙালীর দিন কি তাহা হইলে শেষ হইয়া আসিল? মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাঙালী তো দুধভাত এখন স্বপ্নের মতো অবস্থায়। এক সময় শ্বেত বিপ্লবের জোর আওয়াজ উঠিয়াছিল। কিন্তু, এই বিপ্লবের কার্য্যত ইন্তেকাল ঘটিয়াছে। দুধ এখন মুখে উঠে কয়জনের। রাজ্য সরকারও এক্ষেত্রে খুব কার্য্যকরী ভূমিকা নিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু, সেই আশার গুঁড়েও বালি। মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়ন তো পাওডার গোলা দুধের দামও বাড়াইয়া চলিয়াছে। রাজ্যে মাছের আকাল, দুধের আকালের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম সহসাই হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। রাজ্য সরকারকে করোনার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পারিলে মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়িবে মানুষ, অসহায় ভাবে ছটফট করিবে।

সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে তৃণমূলের রক্তদান শিবির

ভাঙড়, ২৯ জুলাই (হি. স.) : লকডাউনের দিনে রক্তদান শিবির! উদ্যোক্তা খোদ যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ের কাঠালিয়া এলাকার। লকডাউনের সরকারি নির্দেশিকাকে অমান্য করে এলাকার যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা ভোগালী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাহানুর ইসলাম বুধবার লকডাউনের দিনে ব্যবস্থা করেন রক্তদান শিবির।

এদিনের শিবিরে ৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড় ছিলো চোখে পরার মত। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। সরকার যেখানে করোনা থেকে মুক্তির আশায় একের পর এক লকডাউনের দিন ঘোষণা করে চলেছে সেখানে কি করে এই রক্তদান শিবির করা সম্ভব? এমন প্রশ্নে কার্যত উল্টোপূরান তৃণমূল নেতার। তিনি জানান, "অনেক আগেই দিনটি ঠিক করা ছিলো, তাছাড়া বর্তমানে রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা"। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে এলাকার তৃণমূল নেতা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ সদস্য নান্নু হোসেন উপস্থিত হয়ে জানান, "এলাকার স্বার্থে, দেশের স্বার্থে এই রক্তদান শিবির। কঠিন এই সময়ে রক্তের খুব প্রয়োজন, সেকারণে আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই"। যদিও এলাকার বিজেপি নেতা অবনী মণ্ডল জানান, "তৃণমূল নেতারা লকডাউন মানেন না। এলাকার লকডাউন ভাঙাড় জন্য সব থেকে বেশী দায়ী তৃণমূল নেতারাই। তাছাড়া কঠিন এই সময়ে সরকার যেখানে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে সেখানে পুলিশ এই শিবিরের অনুমতি দেয় কি করে?" স্বাভাবিক ভাবে তৃণমূল নেতার রক্তদান শিবির নিয়ে শুরু হয়ে জোর জল্পনা।

বারুইপুরে করোনার রিপোর্ট না আসায় দেহ সংকারে আপত্তি শ্মশান কতৃপক্ষের

বারুইপুর, ২৯ জুলাই (হি. স.) : হাসপাতালের দেওয়া মৃত্যু সার্টিফিকেটে বলা হয়েছে নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হয়েছে রোগীর। কিন্তু তবুও দেহ সংকার করতে রাজি হয়নি শ্মশান কতৃপক্ষ। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা দেহ পড়ে থাকে শ্মশানের বাইরেই। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত কীর্তনখোলা শ্মশানে। পরে অবশ্য বারুইপুর পুরসভার প্রশাসক শক্তি রায়চৌধুরীর হস্তক্ষেপে দেহ সংকার হয়। তবে শ্মশানের কোন কর্মীই সেই দেহে হাত লাগাননি বলে অভিযোগ।

বেশ কিছুদিন ধরেই জয়নগর থানার অন্তর্গত হোগলডহরি গ্রামের বাসিন্দা বছর ৩৭ এর উত্তম নস্কর জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগছিলেন। গত মঙ্গলবার তিনি বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন চিকিৎসার জন্য। তাঁর লালারস পরীক্ষার জন্য পাঠান চিকিৎসকরা। এরমধ্যে মঙ্গলবার রাত্রি ১ টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা জানান নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তবে বুধবার পর্যন্ত তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট এসে পৌঁছয় নি। আর করোনার রিপোর্ট না আসার কারণেই এদিন সকালে তাঁর দেহ কীর্তনখোলা শ্মশানে নিয়ে এলেও দেহ সংকার করতে রাজি হন নি শ্মশান কতৃপক্ষ। দেহ সংকারের জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে মৃতের পরিবারের সাথে শ্মশান কর্মীদের টানাপোড়েন চলতে থাকে। শেষে বারুইপুর পুরসভার প্রশাসক শক্তি রায়চৌধুরীর নির্দেশে দীর্ঘ ৫ ঘন্টা পড়ে থাকার পর দুপুরে পরিবারের লোকজন নিজেরাই দেহ চুল্লিতে তুলে সংকারের কাজ করেন। শ্মশানের কর্মীরা তাতে হাতই লাগায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্মশান চত্বরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

আফগান-পাকিস্তানে নিপীড়িত শিখরা কেন ভারতে আসছেন না

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

আফগানিস্তানে দস্যু প্রবৃত্তির তালিবানদের খপ্পড় থেকে মুক্তিলাভ করার পর শিখদের একটি দল দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সৌজন্যে তাঁরা সহজেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। এমনিতেই এখন আফগানিস্তানে হিন্দু ও শিখদের পক্ষে বসবাস করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তালিবান দস্যুরা তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য তাঁদের উপর অত্যাচার চালানো হয়।

তাঁদের কন্যা সন্তানদের অপহরণ করে, বিয়ে করতে বাধ্য করা হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। আফগানিস্তানে এখন হিন্দু মন্দির হয়তো সামান্য কিছুই রয়ে গিয়েছে।

সামান্য গুরুদ্বার হয়তো রয়েছে। হিন্দু ও শিখদের উপর অত্যাচার জারি রয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যেই তালিবানদের উপদ্রবে আফগানিস্তান বিপর্যয়ের কবলে। বিশ্বাস করুন, পাকিস্তানের একেবারে উল্টো উদারবাদী দেশ ছিল আফগানিস্তান। ৭০-এর দশকে তো রেডিও কাবুল-এ হিন্দি ভজন পর্যন্ত শোনা যেত। সেই সময় পর্যন্ত আফগানিস্তান ও ইরান আধুনিক দেশ হিসেবে বিবেচিত হত। এখনকার মতো ধর্মীয় গোঁড়ামি তখন ছিল না।কাবুলে তখন শান্তিতেই বসবাস করতেন হিন্দু ও শিখরা। ইরান তো রেজা পফলভীর শাসনে একবারে আধুনিক দেশ ছিল। আফগানিস্তানের সম্রাট জাহির শাহকে উৎখাত করার পর সেখানে আর কখনও শান্তি আসেনি। বলা হত, আকবরের পরিবারে কখন ঔরাঙ্গজেব জন্ম নেবে তা বলা সম্ভব নয়। সময় বদলেছে, কট্টরপন্থা উদারবাদকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। ঔরাঙ্গজেব যেভাবে ভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমাহিত করেছিলেন। আফগানিস্তানে তালিবানরা তেমনটাই করছে।

রাজধানী দিল্লিতে আগে থেকেই শতাধিক আফগান শিখ আশ্রয় নিয়েছেন। এই সমস্ত শিখদের দিল্লিতে একটি গুরুদ্বার রয়েছে। আফগান পোশাক দেখে তাঁদের সহজেই চেনা যায়। সবাই সালোয়ার-কামিজ পরে থাকেন। নিজেদের মধ্যে পশতু ভাষায় কথা বলেন তাঁরা। ১৯৯২ সালে আফগানিস্তানে যখন রাশিয়া সমর্থিত সরকারের পতন হয়েছিল এবং দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, তখন শতাধিক শিখ দিল্লি এবং দেশের অন্যান্য শহরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে ফিরে এসেছিলেন। শীঘ্রই ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করতে চাইছেন আফগান শিখরা। নরেন্দ্র মোদী সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস করার পর থেকেই তাঁরা মনে করছেন, শীঘ্রই ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করবেন তাঁরা। রাজধানীর গুরুদ্বার সিসগঞ্জ, গুরুদ্বার বাংলা সাহিব এবং অন্যান্য প্রধান গুরুদ্বারে আফগানি শিখদের দেখতে পাওয়া যাবে। আফগানিস্তানে থাকা সমস্ত হিন্দু-শিখ ভারতে আসবেন, এর থেকে আর ভালো কী হতে পারে। এখানে নতুন করে জীবন শুরু করবেন তাঁরা।

কারণ তাঁরা যদি মুসলমান না হয়, তাহলে তো আফগানিস্তানে অচিরেই তাঁদের হত্যা করা হবে। তাঁদের দোষই বা কী?

পাকিস্তানেও হত্যা করা হচ্ছে শিখদের

আফগানিস্তানের মতো পাকিস্তানেও শিখদের হত্যা করা একেবারে সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। পেশোয়ার থেকে লাহোর-পাকিস্তানে প্রায়শই শিখদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। তাঁদের ধর্মীয় স্থানগুলি নিশানা করা হচ্ছে। সত্যিই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে হিন্দু ও শিখদের জন্য কোনও স্থান নেই। পাকিস্তানে কয়েক বছর আগেই হাজার বছরের পুরনো বুদ্ধের মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে একটি প্রাচীন এবং বিশালাকার বুদ্ধ মূর্তি ভাঙচুর করা সত্যিই বেদনাদায়ক ছিল।

ওই মূর্তি ১৭০০ সাল পুরানো ছিল এবং গান্ধার সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। বুদ্ধের মূর্তি ভেঙে তাঁদের কী লাভ হয়েছে, তা বুঝতেই পারছি না। এছাড়াও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটে ভাঙচুর চালানো হয়েছিল।

আমরা একটু পিছনে ফিরে তো দেখি

তালিবানই বামিয়ানের বিখ্যাত বুদ্ধ মূর্তিতে বিস্ফোরক লাগানোর হুমকি দিয়েছিল। বুদ্ধের ওই মূর্তি বিশ্বের মধ্যে বুদ্ধের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বুদ্ধের মূর্তির প্রতি যখন অবমাননা করা হয়েছিল, তখন বোঝা গিয়েছিল আফগানিস্তান কোন পথে এগোচ্ছে। ওই বুদ্ধ মূর্তিতে গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল। তারপর ধ্বংস করার জন্য বিস্ফোরক লাগানো হয়েছিল। তালিবান কতটা হিংস্র একবার বোঝার চেষ্টা করুন।

বলাবাহুল্য এই অন্ধকারতম যুগে বসবাসকারী দেশে অমুসলিমদের জন্য কোনও স্থান থাকতেই পারে না। তাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসা উচিত তাঁদের। ভারত ছাড়া তাঁদের কাছে কোনও বিকল্প নেই। এরইমধ্যে, পাকিস্তানে সর্বশেষ আদমশুমারীতে শিখদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে ওই জনগণনা হয়েছিল। আদমশুমারীতে শিখদের কোনও উল্লেখ ছিল না। তাঁদের অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এর বিরোধিতায় শিখরা পেশোয়ারে বিরোধিতাও করেছিল। ন্যায়বিচারের পরিবর্তে সর্বদা তাঁদের নির্যাতন করা হয়েছে। এটাকেই বলে কাঁটা ঘায়ে নুনের ছেঁটা দেওয়া।

হামলা নানকানা সাহিবে

আপনাদের হয়তো মনে আছে, চলতি বছরের শুরুতেই পাকিস্তানের নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলা চালানো হয়েছিল।

গুরু নানকের জন্মস্থান নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলার পর ভারতীয় শিখরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বেশ কিছু শিখ সম্প্রদায় পাকিস্তানের হাই কমিশনের সামনেও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

নানকানা সাহিব হামলা ১৯৫৫ ভারত-পাকিস্তান চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল। বিশ্বাস করুন, নানকানা সাহিবের বেশিরভাগ হোটেলগুলিতে শিখদের আলাদা আলাদা পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হয়। এর অর্থ হল এই যে, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের শিখদের ভারতে ফিরে আসা উচিত। বিলম্ব করলে তাঁদের প্রাণও চলে যেতে পারে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

এরদোগান ও ভবিষ্যৎ তুরস্কের রূপরেখা

পবিত্র রায়

পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব নজরকাড়া ভঙ্গিতে উঠে আসেন। এইভাবে কত মহাপুরুষ ও ন্যক্করজনক মানুষ পৃথিবীতে এসেছেন, সেটা বোধকরি দুরে শেষ করা সম্ভব নয়। কেউ দেখিয়ে গিয়েছেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন মাখানো রূপরেখা, আবার কেউবা আভির্ভূত হয়েছে সভ্যতার কলঙ্ক হিসেবে। আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন গণতন্ত্রের রূপেক্ষা দেখিয়েছেন, হিটলারও তেমনি স্বৈরতন্ত্রী একনায়কতন্ত্রের বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। আজকের দিনে শি জিনপিং সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় মগ্ন, তা সে অর্থনৈতিক বা ভূমিকেন্দ্রীকই হোক না কেন। অন্যদিকে তুরস্কের রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানও গৌরবময় ওসমানিয় খিলাফতের দম্ভে মাথা উঁচু করে চলতে অভ্যস্ত। হ্যাঁ , এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রসেপ তাইয়্যোপ এরদোগান।

প্রথমেই এরদোগানের সম্যক পরিচিতি প্রদান আবশ্যক। ১৯৫৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের উপকণ্ঠে কাশিমপাশা নামক জায়গায় এরদোগানের জন্ম। আব্বা আহমেদ এরদোগান ছিলেন তুরস্কের উপকূলরক্ষী বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। মতার নাম তেনজিল এরদোগান। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখে বিবাহ করেন ঈমিন এরদোগানকে। রিসেপ ও ইমিলের চার সন্তান-দুই কন্যা, দুই পুত্র। এরদোগান ১৯৭৩ সালে বাণিজ্যে স্নাতক হন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তুরস্কের সংসদ নির্বাচনে প্রথম জয়ী হন ১৯৯১ সালে, ইস্তাম্বুল শহরের মেয়র ছিলেন ১৯৯৪ সালের ২৭ মার্চ থেকে ১৯৯৮ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রথম প্রেসিডেন্ট হন ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট তারিখে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন সময়ে যোগদান করেছেন তিনি। স্যালভেশন পার্টিতে ছিলেন ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ওয়েলফেয়ার পার্টিতে, ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ভার্চুয়াল পার্টিতে, এরপর ২০০১ থেকে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টিতে আছেন। ২০০১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ২৭ এরদোগান ১৯৯৮ সালে একটি কবিতা লেখার কারণে চার মাসের জন্য কারাস করে। কতিটাটির প্রথমেই ছিল 'মসজিদ আমাদের ব্যারাক, গম্বুজ আমাদের হেলমেট, মিনার আমাদের বেয়নেট এবং ঈমানদার আমাদের সৈনিক। এই এরদোগান এক সময় লেবু বিক্রি করতেন। ঠিক যেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজীর চা বিক্রেতা থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার মতন।

বর্তমান তুর্কি সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৪ জুন ২০১৮ তারিখে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এরদোগান পেয়েছিলেন ৫২.৫ শতাংশ ভোট। নিকতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পিপলস পার্টির মুহারেম ইনসে পেয়েছিলেন ৩১.৫ শতাংশ ভোট। তুর্কি সংসদের সদস্য সংখ্যা ৬০০ মন্ত্রিসভা গড়তে ম্যাজিক ফিগার ৩০১, এরদোগানের দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি পেয়েছিল ২৯৪টি আসন। খুব সম্ভবত এরদোগানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই ন্যাশনাল মুভমেন্ট পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ন্যাশনালিস্ট পার্টি পায় ৫০টি আসন। ফলে জোটের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪৪ টিতে। ৩০১ ম্যাজিক ফিগার পার হয়ে আসন সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। পার্লামেন্ট নির্বাচনে এরদোগানের দল পেয়েছিল ৪২.৬ শতাংশ ভোট, জোট সঙ্গী এমএইচপি পেয়েছিল ১১.১ শতাংশ ভোট। জোটের ভোট হয় ৩৫.৭ শতাংশ। প্রধান বিরোধী দল সিএইচপি পায় ২২.৬ শতাংশ ভোট।

এবার বিভিন্ন সময়ে এরদোগানের বিভিন্ন কথা বলা নিয়ে সামান্য দৃষ্টিপাত করব। ২৪ জুন ২০১৮সালে নির্বাচন হওয়ার আগে ২২ জুন এরদোগান বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতার নামে দেশকে আবার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবেন, নাকি আমাদের ভোট দিয়ে আলোর পথের যাত্রী হবেন-সিদ্ধান্ত আপনাদের। বিরোধীরা বলেছেন, তুরস্ককে আরও আধুনিক করে তোলা হবে। তাঁরা এটা বলছে না তুরস্ককে পশ্চিমা অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ইসলামের চেয়ে আধুনিক কিছু হতে পারে না। এইমত কথা বলার পর নির্বিচনে তুর্কি জনগণ তাদের ভোট এরদোগান ও তাঁর দলকে দিয়ে জিতিয়ে তাঁরা প্রমাণ করেছে তাঁদের মানসিকতা অবশ্যই ইসলাম ঘিরে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে আঙ্কারার খবরে জানা যায়, এরদোগান ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, এটা বিংশ শতক। জোর যার মুলুক তার নয়। ধমকে চমকে কিছু করতে পারবেন না। কারও হুমকির কাছে মাছা নোয়ানোর দিন চলে গিয়েছে। একই সময়ে সৌদি প্রিন্স বা যুবরাজ সালমান বেশ কিছু প্রথাগত নিয়ম পাল্টে দেশে মধ্যপন্থী ইসলাম চালু করার কথা ঘোষণা করায় এরদোগান সমালোচনা করে বলেন, সৌদি কর্মকর্তারা ইসলামের ঠিকে নেননি যে ইসলামকে তাঁরা তাঁদের সুবিধামতো বদলে দেবেন। এভাবে আমেরিকা ইজরায়েলকে খুশি করতে পারবে না। আমেরিকা জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করলে এরদোগান বলেন, জেরুজালেমের পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবেকের ডাকে সাড়া দিন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবেন না। জীবন দিয়ে জেরুজালেমকে, রুখব, চক্রান্তের শেষ দেখে ছাড়ব।

২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল তারিখের আঙ্কারা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, অ্যান্ড্রু ব্রানসন নামক এক খ্রিস্টান যাজককে গ্রেফতার করা হয়েছে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। এই যাজক প্রায় পাঁচিশ বছর ধরে তুরস্কে ধর্মপ্রচার করতেন। বলা হচ্ছে, ২০১৬সালের ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে নাকি জড়িত ছিলেন এই যাজক। আসলে সেদিনের সেই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল ইস্তাম্বুল শহরের মসজিদগুলি। মসজিদের লাউড স্পিকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে তুর্কি জনগণ রাস্তায় নেমে অভ্যুত্থান ব্যর্থ করে দেয়। একটি মুসলিম প্রধান দেশে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাদের দ্বারা অভ্যুত্থান ঘটাতে পারেন, এটাও এরদোগান পৃথিবীকে দেখালেন।

বর্তমানকালে সারা পৃথিবীতে হাজিয়া সোফিয়া নিয়ে এক বিতর্কের জন্ম হয়েছে। এই হাজিয়া সোফিয়া তৈরি করে খ্রিস্টানরা চতুর্থ ক্রুসেডের সময়। ইউরোপের ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা এক অভিযানে তখনকার কনস্ট্যানোপল অধিকার করে। সে সময় তাঁরা হাজিয়া সোফিয়াকে অর্থোডক্স চার্চ থেকে ক্যাথিড্রালে পরিণথ করে। এই নিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্যেই কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। ১৪৫৩ সালে ওসমানিয় খিলাফতকালে হাজিয়া সোফিয়াকে মজজিদে পরিণত করা হয়। ১৯৩৪ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কামাল আতাতুর্ক এই মসজিদে নামাজ নিষিদ্ধ করে জাদুঘরে পরিণত করেন। এরপর ১১.০৭.২০২০ তারিখের খবরে জানা যায় এই জাদুঘরকে পুনরায় মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করার পক্ষে রায় দিয়েছে তুর্কি আদালত। এই রায় যে ভবিতব্য ছিল সেটা জানা যায় আরও অনেকটাই আগের এক ঘটনায়। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখে তুরস্কের সংবাদে জানা যায়, 'হাজিয়া সোফিয়ায় কোরাণ তেলাওয়াত করবেন এরদোগান। এরদোগান তখন বলেন, এটি আমাদের আবেগের জায়গা পবিত্র স্থান। এরদোগান প্রশাসনের এই জাদুঘরটিকে মসজিদ পরিণত করা নিয়ে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠলে এরদোগান বলেন, স্পেনের কর্ডোভা শহরে এক বিশাল মসজিদকে খ্রিস্টানরা চার্চে পরিণথ করেছে। স্পেনে ও গ্রিসে খ্রিস্টানরা এইমত বহু মসজিদকে চার্চে রূপান্তরিত করেছে। হাজিয়া সোফিয়ার মসজিদ হওয়া প্রসঙ্গে এরদোগান বলেন, আমাদের কিশোর বয়সের স্বপ্ন। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে এরদোগান যখন হাজিয়া সোফিয়াতে নামাজ পড়লেন, কোরান তেলাওয়াত করলেন আর বললেন, এটা আমাদের জাতীয় আবেগের জায়গা—তখন তুর্কি আদালত যে জাতীয় আবেগ দেখেই রায় প্রদান করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। জাদুগরে নামাজ পড়ে ও কোরাণ পাঠ করে আগেই এরদোগান সৌধটিকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছিলেন, তুর্কি আদালত কাগজে রায়দান করে স্বীকৃতি দিল মাত্র মনে করাটা কি ভুল?

এরদোগানের আমলে তুরস্কের যে দিকে তাকানো হোক, দেখা যায় শুধু বিলাসবহুল মসজিদ। বর্তমানে দেশটিতে প্রায় ৮৭ হাজার মসজিদ আছে। শুধু ইস্তাম্বুল শহরেই আছে সাড়ে তিন হাজারের মতো মসজিদ। এরদোগান ক্ষমতায় আসার আগে দেশে মসজিদ ছিল ৮২১৯৩টি। ৮.২ কোটি মানুষের জন্য ৮৭০০০ মসজিদ বানানোর হলে প্রতি মসজিদ পিছু মুসল্লির সংখ্যা হয় ৯২০ জনের মতো। জনগণের অর্ধেক মহিলা ধরলে ৪৬০ জনের জন্য একটি মসজিদ। আর নাবালক ও অন্যান্য ধর্মীয় মানুষ যদি ১৫ শতাংশ ধরা হয় তাহলে ৩৯১ জন মানুষ পিছু একটা মসজিদ আছে তুরস্ক নামক দেশটাতে। এরদোগান এখবার এক ধর্মীয় সমাবেশে বলেছিলেন, মসজিদ হল আল্লাহর ঘর। মসজিদ শুধুমাত্র নামাজ আদায়ের জায়গা নয়, মসজিদই হল ইসলামের সুতিকাগার।

শুধু নিজ ধর্ম পালন করেই এরদোগান কিন্তু খুশি নয়। বিধর্মীদের কোন ও ক্ষমা নেই তাঁর অবিধানে। ইরাক এবং সিরিয়ায় আবু রকর আল বাগদাদি নতুন খিলাফত সৃষ্টি করে ইয়েজিদি ও কুর্দদের ওপর আক্রমণ ও নৃশংস অত্যাচার চালাতে থাকলে মারত্মক বিপদসঙ্কুল পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ইয়েজিদিরা তুরস্ক সীমান্তে পৌঁছলে, তাঁদের তুরস্কে ঢুকতে না দিয়ে তাঁদের ওফর গুলি চালায় তুর্কি সীমান্তরক্ষীরা। আমেরিকা ও পৃথিবীর বহু দেশ এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে এরদোগান আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। সিরিয়ার আফরিন অঞ্চলে তুর্কি বাহিনী আক্রমণ চালাতে থাকলে আমেরিকা উষ্মা প্রকাশ করলে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে এরদোগান আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভিজতে না চাইলে বৃষ্টিতে বেরোবেন না। সমসাময়িক কালে তুরস্কের উপপ্রধানমন্ত্রী বাকির বোজদাক সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সিরিয়ার আফরিন এলাকায় তুরস্কের চলতে থাকা সামরিক অভিযানে মার্কিন সেনারা যদি বাধাদান করে, কিংবা কুর্দি গেরিলাদের হয়ে লড়াই করে তাহলে তাঁরা ও তুরস্কের নিশানা থেকে বাদ যাবে না। এরদোগানের কথাবার্তা ও ব্যবহারে সত্যিকারেই বোঝা যাচ্ছে যে এখন তুরস্ক আর কামাল আতাতুর্কের জমানাতে নেই। বরং খুব দ্রুত ওসমানিয় ফিলাফতের পরাক্রমশালী চেহারার প্রকাশ দেখাতে চাইছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তুরস্কের সিভাস শহরে দলীয় এক সমাবেশে এরদোগান পরমাণু অস্ত্র তৈরির আভাস দেন। এরদোগান ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বলেন, '৭২ বছরে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়নি। কাশ্মীর মোটেই দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা জড়িয়ে আছে কাশ্মীর সমস্যায়। এই মহামতি এরদোগান সেব্রেনিকা গণহত্যা নিয়ে কথায় কথায় কান্নাকাটি করেন। আর যখন কসোভোর প্রেসিডেন্ট হাশিম থাকি সহ ন'জন প্রাক্তন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাকে যুদ্ধাপরাধী অভিযুক্ত করা হয় দশ হাজার মানুষ খুন ও ১৬০০ মানুষকে পাত্তাহীন করে দেওয়ার জন্য, তখন কোনো শব্দ বের হয় না তুর্কি প্রেসিডেন্টের মুখে। যে ওসমানিয় ফিলাফত নিয়ে গর্বে এরদোগান বুক ফুলিয়ে বেড়ান, সেই ওসমানিয় খিলাফতের খলিফার নির্দেশে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত পনেরো লক্ষ আমেনিয়া খ্রিস্টানকে হ্যতা করা হয়। ১০৫ বছর আগেকার সেই গণহত্যার বিরুদ্ধে আমেরিকায় বিল পাশ করা হলে খনা প্রতিক্রিয়া দেখায় এরদোগান। অর্থাৎ তুরস্ক কর্তৃক অতীত বা বর্তমানকালে কোনো হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হলে সেটা বৈধ বলে মনে করে বর্তমান তুরস্ক সরকার।

তুরস্কের বর্তমান সরকার কি যেকোনও মতবিরোধ দেখলেই কি বিশ্বযুদ্ধের আগমনী দেখতে পান? না হলে এরদোগান ২০১৮ সালের ১৬ মার্চ তিনি আঙ্কারাতে হঠাৎ করে বলতে গেলেন কেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবাই প্রস্তুত হন? আর বললেন বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে বড় হুমকি হল ইজরায়েল। আর্মি অব ইসলাম বা ইসলামি বাহিনী গঠন করে দেশটিকে ধ্বংস করতে হবে। অর্থাৎ ইজরায়েলের ধ্বসকরণই এরদোগানের লক্ষ্য। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইজরায়েলের ও কিন্তু তুরস্ক ধ্বংস করার বৈধতা দেওয়া হয়ে পড়ে, এরদোগানের একথা বিলক্ষণ মনে রাখা উচিত ছিল। এরদোগানের লক্ষ্য নিয়ে তাই তিনি মুসলিম দেশ আগেই সতর্ক করেছে ইজরায়েলকে। এই তিন দেশ হল সৌদি আরব, জর্ডন ও প্যালেস্তাইন। এরা জানায় বিশ্ব মুসলিমদের নেতা হওয়ায় ইচ্ছায় পূর্ব জেরুজালেমকে নিজেদের বলে দাবি করে বসবে। তুলঙ্ক। এরদোগানের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে ইজরায়েলকে সতর্ক করে দিয়ে এই তিন দেশ খুব সম্ভবত বুল করেনি। কারণ ইজরায়েল ধ্বংস করে দখল করার পর এরদোগান ওসমানির খিলাফত দাবি করলে এই তিন দেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়ে যাবে।

এবার ইতিহাসের দিকে একবার চোখ বোলানো যেতে পারে। ৭১২ সালে মুসলিম বাহিনী স্পেন জয় করার পর সেখানে স্পেনীয়দের উপর কেমন হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, সেটা বহু মানুষই ইতিহাস মারফত জানে। সেই হত্যাকাণ্ড হয়তবা আমেনিয় হত্যাকাণ্ডের চাইতেও বেশি ছিল। অথচ এই বিজয়ের দুই সেনানায়ক মুসা ও তারিখকে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে মরতে হয়েছিল উমাইয়া খলিফার নির্দেশে। এরদোগানের উচ্চকাঙ্ক্ষা ঠিক তেমনভাবেই কি নিজের দিকে গুরে আসতে পারে মুসলিম বাহিনীর মধ্য হতে? মনে পড়ে কি টুর-এর যুদ্ধের কথা? সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিতে বিশ্বাসী মুসলিম শাসক ফ্রান্স দখল করার জন্য টুর নামক জায়গায় যুদ্ধে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। টুরে আছে সেন্ট মার্টিনের সমাধি—সেই অর্থে খ্রিস্টানদের নিকট অতি পবিত্র এক নগরী। 'খ্রিস্ট ধর্ম বিপন্ন ' বলে চার্লস মটেলের সাহায্যে এগিয়ে আসে বেলজিয়াম ও জার্মানি। প্রথমে পরাজতের ভান করে মুসলিম বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে একেবারেই শেষ করে দেওয়া হয়। সেনানায়ক আব্দুর রহমান আল গাফেকিকেও হত্যা করা হয়। জীবিত বা আহত সবাইকে হত্যা করা হয়। এই যুদ্ধেক্ষেত্রেক মুসলিম ঐতিহাসিকগণ নাম দেন বালাত আল শুহাদ বা শহিদের ক্ষেত্রে। এরদোগান কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চান?

বর্তমান পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা কমিয়ে সমস্ত জাতি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জ্ঞানের উন্মেষের নেশায় মশগুল। এরদোগান চাইছেন মধ্যযুগীয় জ্ঞানান্ধতার দিকে যেতে। কথিত আছে, মুসলিম বাহিনী যখন ফ্রান্ট বিজয়ের জন্য যাচ্ছে,তখন ফ্রান্সের ভেতর একটি জায়গায় তাঁরা দেখতে পায় হাত নাড়ানোর ভঙ্গিতে একটি মূর্তি বলছে, আর এগিয়ো না। তারপর কিন্তু মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ে পড়ে। এরদোগানকেও হাত নাড়ানোর ভঙ্গিতে জানাতে চাই, আর পিছনে না এগোনোর চেষ্টা করাই ভালো। মুসলিম সমাজের উন্নতি করণের জন্য কাজ করতে গিয়ে টুরের যুদ্ধের মতো বিপর্যয় হলে তুরস্ক দেশটির অস্তিত্বই না বিপন্ন হয়ে পড়ে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার লকডাউনের দিনে আগরতলায় পুলিশের কড়া নজরদারি। ছবি- নিজস্ব।

স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধানকল্পে আমসু-র জরুরি সভা পাথারকান্দির কাঁঠালতলিতে

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : সারা আসাম সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থা (আমসু)-র কাঁঠালতলি আঞ্চলিক কমিটির ডাকে এক জরুরু সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভার কাঁঠালতলিতে আঞ্চলিক সভাপতি হাফিজ হুসেন আহমেদের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বৃহত্তর কাঁঠালতলি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট সহ আরও বেশ কিছু জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন বিভিন্ন বক্তা। পাশাপাশি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে নানা বিষয়ে সভায় আলোচনা করেছেন উপস্থিতরা। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী পক্ষকালের মধ্যে স্থানীয় বাজারে স্থায়ীভাবে একটি ডাস্টবিন বসানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে এলাকার অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে ঈদের পরে লোয়াইরপোয়া এপিডিসিএল-এর এসডিই শুভম দাসের কাছে একটি স্মারকপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সভায়।

এদিকে সভা শেষে আমসু-র কর্মকর্তারা কাঁঠালতলি বাজার চৌমুহনিতে কৃষক নেতা অখিল গগৈ ও ডা. কপিল খানের মুক্তির দাবিতে হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে এক প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেন। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিয়ে আকাশবাতাস কাঁপিয়ে তুলেন। পরে আমসু নেতারা কাঁঠালতলির বালিরবন্দ বাগানের বাসিন্দা নাসির উদ্দিনের মেয়ে অপহরণ কাণ্ডে জড়িত ছটিয়া রবিদাসকে গ্রেফতার এবং অপহৃতাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের জোরালো দাবিতে কাঁঠালতলি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে ৭২ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে পুলিশকে এক চরমপত্র প্রদান করেন। অন্যথায় তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

তাদের কর্মসূচিতে অন্যান্যিহদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমসু-র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কাজি সাদিক আখতার, জেলা সভাপতি মওলানা বাহারুল ইসলাম, জেলা আমসু-র প্রচার সম্পাদক জামিল হুসেন, আমসু-র জেলা কমিটির উপদেষ্টা মওলানা মুনিরুল ইসলাম, কাঁঠালতলি আঞ্চলিক আমসু সভাপতি হাফিজ হুসেন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহির, মহম্মদ বদরুজ্জামান, সহ-সম্পাদক রফিক উদ্দিন প্রমুখ অনেকে।

গুয়াহাটিতে গ্রেফতার আন্তর্জাতিক ড্রাগস পাচারচক্রের তিন চাঁই,মহিলার ঘর থেকে ৭৪ লক্ষাধিক টাকা বাজেয়াপ্ত

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক ড্রাগস পাচারচক্রের তিন ছাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে জনৈক মহিলার ঘরে মজুত ৭৪ লক্ষের বেশি নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে গুয়াহাটি মহানগর পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এই চক্রটি দীর্ঘদিন থেকে গুয়াহাটি মহানগরীতে ঘাঁটি গেরে আন্তর্জাতিক স্তরে ড্রাগস পাচারের রমরমা বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে আসছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গুয়াহাটি সিটি পুলিশ ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের যৌথ অভিযানে এই সাফল্য আসে। ঘটনা গতকাল মঙ্গলবার রাতের। সিটি পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, গতকাল সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত পল্টনবাজারের সলাপাড়ায় কালাশিনি অ্যাপার্টমেন্টের চার তলায় অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁরা। লাইথংবাম সঙ্গিতা রানি দেবী নামের জনৈক মহিলার ঘরে অভিযান চালিয়ে নগদ মোট ৭৪ লক্ষ ৫ হাজার ৬০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ ড্রাগস পাচারচক্রে জড়িত অভিযোগে তিন জনকে আটক করে। গ্রেফতার করা হয়েছে লাইথংবাম সঙ্গিতা রানি দেবী (৫৫), বামথাংখো সাট (৩২) এবং শ্যাম লাইথঙ বাম (৫৩)-কে।

পুলিশ অফিসারটি জানান, দীর্ঘদিন থেকে মণিপুরের এই মহিলা লাইথংবাম সঙ্গিতা রানি দেবী এই চক্রের সঙ্গে মিলে পল্টনবাজারের সালাপাড়ার কালাশিনি অ্যাপার্টমেন্টে ঘাঁটি বানিয়ে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির পাশাপাশি বাংলাদেশ ও মায়ানমারে মাদকদ্রব্য ড্রাগস পাচারে তৎপর ছিল। গ্রেফতার তিন জনের বিরুদ্ধে ড্রাগস পাচারের বিস্তর প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ। তিনি জানান, এই মহিলাকে এর আগেও একই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গুয়াহাটির বশিষ্ঠ থানায় তার বিরুদ্ধ এনডিপিএস আইনের ২২ ধারায় ৪৪৯/২০১৯ নম্বর মামলার ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছিল সঙ্গিতা রানিকে।

করোনা র বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি. স.) : রাজধানী দিল্লিতে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে ১০৩৫। নিহত ২৬। ফলে সব মিলিয়ে দিল্লিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯০৭। ওই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১১২৬।

বুধবার বিকেলে দিল্লি সরকারের তরফ থেকে জারি করা হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়েছে যে এখনো পর্যন্ত সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৩৩১০। এর মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টা আক্রান্ত হয়েছে ১০৩৫। নিহত ২৬। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯০৭। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ১১২৬।এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ১১৮৬৩৩।দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১০৭৭০।ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০৪। ৫৮৯৪ জন হোম আইসোলেশনে রয়েছে। করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত ৯৯৪২১৯।

বহিঃরাজ্য থেকে মেঘালয়ে প্রবেশকারীদের জন্য নয়া এসওপি জারি

শিলং, ২৯ (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় বহিঃরাজ্য থেকে মেঘালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে সকলের জন্য নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিউর (এসওপি) জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর। শিলঙে বর্তমানে লকডাউন চলছে। এরই মধ্যে মেঘালয় সরকার করোনা মোকাবিলায় এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নির্দেশিকা মোতাবেক বহিঃরাজ্য থেকে মেঘালয়ে প্রবেশের পূর্বে সকলকে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাঁরা রেজিস্ট্রেশন করেননি ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছে। আদেশ মোতাবেক, মেঘালয়ের প্রবেশদ্বারে সকলের থার্মাল স্ক্যানিং হবে। তাতে শরীরের তাপমাত্রা মাপা হবে। এর ভিত্তিতে প্রয়োজনে অ্যান্টিজেন কিংবা আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হবে। আদেশে বলা হয়েছে, একান্তবাস কেন্দ্র কিংবা করোনা কেয়ার সেন্টার অথবা নির্দিষ্ট পরিষেবা কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আদেশে আরও বলা হয়েছে, রিপোর্ট নেগেটিভ আসলেও ১৪ দিনের জন্য গৃহে একান্তবাসে থাকতে হবে। রিপোর্ট পজিটিভ হলে পূর্বের আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।

এদিকে, নেগেটিভ ব্যক্তি ১৪ দিনের গৃহে একান্তবাস সমাপ্ত হওয়ার পর যে কোনও স্থানে যেতে পারবেন। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁকে ১৪ দিন নিজের খেয়াল রাখতে হবে। সাথে নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান করা এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এছাড়া, গৃহে একান্তবাসে থাকা মানুষের নজরদারি চালাবে জেলা নজরদারি টিম এবং কোভিড ম্যানেজমেন্ট টিম। পাশাপাশি, তাদের প্রতিদিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ডায়েরি লিখতে হবে, বলা হয়েছে আদেশে।

অসমে কমছে কোভিড পজিটিভের হার, নতুন আক্রান্ত ১৩৭১ জন

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ সংক্রমণের হার ধীরে ধীরে কমছে। কেননা, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ২১,৭৪২টি কোভিড টেস্টের মধ্যে মাত্র ১,৩৪৮ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে কামরূপ মেট্রোর ২৯৫ এবং কামরূপ গ্রামীণ জেলার ২২১ জন রয়েছেন। রাজ্যে কোভিড পজিটিভের হার ৫.৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের

ছয়ের পাতায়

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত মহীতোষ পুরকায়স্থের ১০১ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি কাছাড় কংগ্রেসের

শিলচর (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত মহীতোষ পুরকায়স্থের ১০১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ করেছে কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটি। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যাবতীয় নিয়মনীতি মেনে বুধবার শিলচরে জেলা কংগ্রেসের সদর দফতর ইন্দিরা ভবনে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রয়াত মহীতোষ পুরকায়স্থের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মণিকান্ত সিনহা। পরে জেলা কংগ্রেসের উপসভাপতি মণিকান্ত সিনহার পৌরোহিত্যে প্রয়াত মহীতোষ পুরকায়স্থের জীবনাদর্শের উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়। বিভিন্ন বক্তা মহীতোষবাবুর কর্মজীবনের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সঞ্জীব রায়, জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি অমিতাভ সেন, সাধারণ সম্পাদক রাহুল আলম লস্কর, সীমান্ত ভট্টাচার্য, সুজন দত্ত, পাপন দেব, মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানত্রী সঞ্চিতা আচার্য, এনএসইউআই সভাপতি মাশুক আহমেদ, আব্দুল রেজাক, সঞ্জয় দে, অনুপম পাল, দেবদীপ দত্ত প্রমুখ। আজকের অনুষ্ঠানের খবর প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সঞ্জীব রায় জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে স্নাইপার হানায় নিহত ভারতীয় সেনার এক পণ্য বাহক

শ্রীনগর, ২৯ জুলাই (হি. স.): জম্মু-কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার পাকিস্তান লাগোয়া উরি সেক্টরে বুধবার দুপুরে পাকিস্তানের স্নাইপারের ছড়া গুলিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক পণ্য বাহক নিহত হয়েছে। পাকিস্তানের এই স্নাইপার হামলার পর পাল্টা যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত নিহত পণ্যবাহকের নাম আলতাফ হোসেন (২৬)। নিহত ব্যক্তি গোহ লান জেলার বাসিন্দা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উরিতে ভারতীয় সেনা ছাউনিতে পণ্য পৌঁছে দিচ্ছিল আলতাফ। সেই সময় পাকিস্তানের স্নাইপার হানায় তার মৃত্যু হয়। এরপরই পাল্টা পাকিস্তানের সামরিক ছাউনিগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ভারতীয় সেনা।জানা গিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হয়ে দীর্ঘদিন ধরে পণ্য বাহকের কাজ করছিল আলতাফ।

কাছাড়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের কোভিড-১৯ বিধি কঠোরভাবে অনুসরণের আহ্বান জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়তি সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে যাতে কোনও ধরনের ক্রস দূষণ না হয় এর জন্য সংশ্লিষ্টদের কোভিড-১৯ এসওপিএস কঠোরভাবে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক। আজ বুধবার শিলচর শহরে সন্তোষমোহন দেব সিভিল হাসপাতালের কনফারেন্স হল-এ হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সভায় মিলিত হন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

সভায় বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে রোগে আক্রান্ত না হন সেজন্য কোভিড -১৯ নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। জেলায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার সময় সিভিল হাসপাতালের কোভিড এবং নন-কোভিড ওয়ার্ডের পরিষেবাগুলি নিয়েও বিশদে আলোচনা করেন তিনি।

অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) রাজীব রায় কোভিড পরিষেবায় কর্তব্য সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত স্বাস্থ্য আধিকারিক ও কর্মীদের সাথে পরামর্শক্রমে সমস্যাবলির সমাধান করতে পর্যালোচনা করেন তিনি। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. এসজে দাস, ডিএসও (আইডিএসপি) ডা. ইব্রাহিম আলি, ডিপিএম, এনএইচএম, রাহুল ঘোষ প্রমুখ।

অযোধ্যায় আসার জন্য হুড়োহুড়ির প্রয়োজন নেই, সঠিক সময় সুযোগ মিলবে : চম্পত রায়

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি. স.): বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তথা শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায় বুধবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেশের সকল ভক্তদের কাছ থেকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানিয়েছেন, ভূমি পুজন উপলক্ষে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের আধিকারিকদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সকল ভক্তকে আমন্ত্রণ জানানো। কিন্তু করোনা মহামারীর জেরে এমনটা করা হবে না।

১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া রাম জন্মভূমি আন্দোলনে দেশজুড়ে থাকা লক্ষ-কোটি রামভক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের সকলের ইচ্ছা ভূমি পুজন উপলক্ষে অযোধ্যায় উপস্থিত থাকা। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে কার্যকর্তাদের তাদের তরফ থেকে এমনটাই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু করোনা সংকটের কারণে এমনটা করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী এসে অযোধ্যায় ভিত্তিপ্রস্তরের মাধ্যমে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু করার শুভারম্ভ করবেন। তাই সকল রাম ভক্তদের কাছে আবেদন অযোধ্যায় আসার জন্য হুড়োহুড়ি করবেন না বাড়িতে বসে টিভির পর্দায় এই পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখুন। বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই উৎসব উদযাপন করুন।আগামী সময় যখন রাম মন্দিরের জন্য বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করা হবে তখন সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

সুশান্তের পরিবারের সঙ্গে দেখা না করার জন্য নিতিশকে কটাক্ষ তেজস্বীর

পাটনা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে না দেখা করার জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে নিন্দা সরব হলেন রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। ১৪ জুন, রবিবার মুম্বইয়ের বিলাসবহুল আবাসন থেকে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্তের পর পুলিশের অনুমান আত্মঘাতী হয়েছেন সুশান্ত। যদিও তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।জেরা করা হয়েছে যশ রাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়া, পরিচালক মহেশ ভট, পরিচালক ও প্রযোজক সঞ্জয় বনশালিকে।উঠেছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের তত্ত্ব। এই পরিস্থিতিতে সুশান্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা না করার জন্য নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে নিন্দা সরব হন তেজস্বী যাদব।

বুধবার তেজস্বী জানিয়েছেন, সুশান্ত সিং রাজপুত এর বাবা ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে। উদীয়মান এই অভিনেতার মৃত্যু রহস্যের তদন্ত স্বচ্ছভাবে হওয়া প্রয়োজন। সিবিআইয়ের হাতেই তদন্তভার দেওয়া হোক।আরজেডি তরফ থেকে তার বাবা ও বোনের সঙ্গে দেখা করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেননি।এমনকি মৃতের পরিবার বর্গের সঙ্গেও দেখা করেন নি। সুশান্ত এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেননি নীতিশ। অবিলম্বে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী কে বলে তার সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো উচিত।রাজ্যের বন্যা এবং করোনা পরিস্থিতিতে সদর্থক ভূমিকা পালন না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তেজস্বী।উল্লেখ করা যেতে পারে পাটনার রাজিব নগর থানায় সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ১১ দিন পর খোলা আকাশে উড়ল দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির হাড়গিলা

বিশ্বনাথ (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : ১১ দিন পর খোলা আকাশে উড়ল দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির হাড়গিলা। জাতীয় উদ্যান কাজিরঙার কাছেই ঘাঁহিগ্রাম গমিরি এলাকায় একটি উঁচু গাছ থেকে পড়ে গুরুতরভাবে আঘাত পেয়েছিল হাড়গিলাটি। কতিপয় প্রকৃতিপ্রেমীর নিরলস চেষ্টায় ১১ দিন পর যেন নতুন জীবন ফিরে পেল সে।

কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের বিশ্বনাথ ডিএফও (বন্যপ্রাণী) মুকুট দাস রেঞ্জার ইকবাল হুসেন, বেশ কয়েকজন বন আধিকারিক এবং পশু চিকিৎসককে নিয়ে একটি টিম তৈরি করে হাড়গিলাটির চিকিৎসা করিয়েছেন। বিশ্বনাথ চারালি বন দফতরের প্রকৃতি আবিষ্কার কেন্দ্র ও হাসপাতালে ডব্লিউডব্লিউএফ-এর পক্ষী বিশেষজ্ঞ ড় পরীক্ষিত কাকতি এবং পঞ্জাবের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন টারটেল সার্ভাইভেল অ্যালায়েন্সের

ছয়ের পাতায়

বঞ্চিত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কংগ্রেসের ওবিসি সেল থেকে ইস্তফা পাথারকান্দির আব্দুল মান্নানের

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক চেয়ারম্যান পদে মৎস্যজীবীভুক্ত সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করায় সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন আব্দুল মান্নান। নতুন পদাধিকারী নিয়োগ করার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বৃহত্তর মৎস্যজীবী সম্প্রদায়।

জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস করিমগঞ্জ জেলা ওবিসি বোর্ডের অন্যতম সদস্য আব্দুল মান্নান তাঁর সদস্যপদ থেকে ইস্তফা প্রদান করেছেন খবর পেয়ে পাথারকান্দি কংগ্রেসেও বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। আজ এক সাক্ষাৎকারে আব্দুল মান্নান জানান, জেলা সভাপতি সতু রায় বর্তমানে করোনা ভাইরাসজনিত কারণে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকায় তিনি তাঁর ইস্তফাপত্র জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমেদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

তাঁর অভিযোগ, করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সদ্যস দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কবির আহমেদকে উদ্দেশ্য করে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রশাসনিক সম্পাদক মফিজুল হুসেনের স্বাক্ষরিত চলতি বছরের গত ১৫ জুলাই এপিপিসিসি/এমডি/জুন ২০ / ওআর ০৪৫ নম্বরের চিঠিতে গোটা জেলার সাতটি ব্লকে চেয়ারম্যা৫ন নিযুক্ত করা হয়েছে। এতে বৃহত্তর মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে তালুকদার সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদনপত্র প্রদান করা হয়েছে। এই খবরে দলীয় কর্মী সহ মৎস্যতজীবী সম্প্রদায়ের লোকদের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। এমন-কি বিগত দিনে পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক তথা পূর্ত বিভাগের সংসদীয় সচিব মণিলাল গোয়ালা প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে এই তালিকায় পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার দুটি ব্লক থেকে, কমপক্ষে লোয়াইরপোয়া ব্লকে ওবিসি সম্প্রদায়ের কাউকে নিযুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু উপর মহলে প্রভাব খাটিয়ে অন্যা য়ভাবে তাঁকে বিমুখ করা হয়েছে।

মান্নানের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই পদে রহস্যজনকভাবে মৎস্যাজীবী সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে কবির আহমেদ নিজের মর্জিমাফিক ব্লক সভাপতি নিয়োগে কলকাঠি নেড়েছেন।

অথচ সেই আদিকাল থেকেই এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিরাট একটি অংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে আসছে। আজ এই সমাজকে বঞ্চিত করে পদাধিকারী নিয়োগ করায় মর্মাহত হয়ে মান্নান সাহেব তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, জানিয়েছেন নিজে।

কাছাড়ে উদ্ধার দুষ্প্রাপ্য বিদেশি প্রজাতির বহু বন্যপ্রাণী, বন দফতরের হাতে গ্রেফতার দুই পাচারকারী

শিলচর (অসম), ২৯ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলায় বন দফতরের এক সফল অভিযান। অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বিদেশি প্রজাতির বন্যপ্রাণী। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঙারু, ছয়টি আমেরিকান কাকাতুয়া, তিনটি কচ্ছপ এবং দুটি বানর। দুই পাচারকারী সহ বন্যপ্রাণীবাহী টিএস ০৮ ইউবি ১৬২২ নম্বরের একটি লরিও আটক করেছেন বন দফতরের অভিযানকারী দল।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মঙ্গলবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ মিজোরামের দিক থেকে কাছাড়ে প্রবেশ করছিল একটি পণ্যবাহী ট্রাক। লায়লাপুর এলাকায় ট্রাকের গতি রোধ করে এতে তালাশি চালান অভিযানকারী বনকর্মীরা। তালাশি করতে গিয়ে এই সব দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু উদ্ধার করেন তাঁরা।

এর সঙ্গে আটক করা হয় নরসিমা রেড্ডি এবং নবনাথ টুকুরাম ডাইগুডে নামের দুই চোরা বন্য জন্তু পাচারকারীকে।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অভিযানকারী জনৈক বন আধিকারিক বলেন, তাঁরা রুটিন তালাশি চালাচ্ছিলেন লায়লাপুরে। সে সময় এই লরিটি থেকে দুর্গন্ধ তাঁদের নাকে ঠেকে। লরি চালককে নোংরা গন্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয়, তা নাকি পচা ফলের গন্ধ। কিন্তু চালকের জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেননি বনকর্মীরা। সন্দেহের বশে তাঁরা লরিতে তালাশি চালিয়ে কয়েকটি কার্টুন থেকে প্লাস্টিকে মোড়া ওই সব বন্যপ্রাণী উদ্ধার করেন।

এদিনের অভিযানে ছিলেন লায়লাপুর ফরেস্টের বিট অফিসার উত্তম দাস, ফরেস্ট গার্ড হেমজিৎ সিনহা, রাজীব বর্মণ, আলি আহমেদ লস্কর। এদিকে কাছাড়ের ডিএফও সানিদেও চৌধরীর তত্ত্বাবধানে ধলাইয়ের হাওয়াইথাং রেঞ্জ অফিসার ডি দেউরি ঘটনার তদন্তে নেমেছেন। বন্যজন্তু কারবারিদের হাত থেকে উদ্ধারকৃত দুর্লভ প্রজাতির পশুদের শুশ্রূষা চলছে, দেখানো হয়েছে পশু চিকিৎসকও।

ডিএফও সানিদেও চৌধরী জানান, পশু চিকিৎসকদের দিয়ে বিদেশি প্রজাতির বন্যপ্রাণীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, করোনা অতিমারির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পশু চোরাকারবারিদের দাপাদাপি বেড়েছে। তবে বন দফতরের কর্মীরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। তাঁরাও অভিযান তীব্র করেছেন।

মণিপুরে প্রথম মৃত্যু করোনা-আক্রান্তের, মোট সংক্রমিত ২,৩১৭ জন, লকডাউনের মেয়াদ বাড়বে কিনা, সিদ্ধান্ত আজ

ইমফল, ২৯ জুলাই (হি.স.) : রাজ্যে এই প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনও রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে রাজ্যের প্রথম নিহত ব্যক্তি মূলত ক্রনিক কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি ইমফলের দ্য রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েস (রিমস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে এই খবর জানানো হলেও নিহত ব্যক্তির পরিচয় খোলসা করা হয়নি।

গতকাল মঙ্গলবার মণিপুরে ২২ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের মোট সংখ্যা ২,৩১৭-য় পৌঁছেছে। এখন পর্যন্ত ৭০২ জন সক্রিয় কোভিড রোগী রয়েছেন। তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এছাড়া করোনা-মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১,৬১৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে মোট ৫৬ জন আরোগ্য লাভ করেছেন বলে স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে জানানো হয়েছে। আরোগ্যের হার ৬৯.৭০ শতাংশ বলেও জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

প্রসঙ্গত, মণিপুরে ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করতে রাজ্যবাসীকে সর্বাবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখে মাস্ক পরার পাশাপাশি অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

উল্লেখ্য, করোনা অতিমারির প্রকোপ মোকাবিলায় গত ২৩ জুলাই থেকে প্রথমে সাত দিন এবং প্রয়োজনে আরও সাত দিনের সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। আজ প্রথম দফার লকডাউনের শেষ দিন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে স্বাস্থ্য দফতর, শীর্ষ সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রীগণ। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে লকডাউনের সময়সীমা আরও বাড়ানো হবে কিনা।

করোনায় আক্রান্ত মধ্যপ্রদেশের একাধিক মন্ত্রী

ভোপাল, ২৯ জুলাই (হি. স.) : করোনা জেরে বিপর্যস্ত মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের শরীরে করোনা পাওয়া যাওয়ার পরে বিজেপির দলীয় সাধারণ সম্পাদক সুহাস ভগৎ এবং জলসম্পদমন্ত্রী তুলসিরাম সিলাওয়াট ও তার স্ত্রীর শরীরে মিলেছে করোনা। পাশাপাশি রাজ্যের অপর এক মন্ত্রী রামখেলাবন প্যাটেলের শরীরের মিলেছে করোনা সংক্রমণ। এছাড়াও বিজেপির রাজ্য নেতা আশুতোষ তিওয়ারি, প্রাক্তন বিধায়ক রঘুরাজ সিং কাংসানা, বিধায়ক গিরিশ গৌতমের স্ত্রী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।বিজেপি সাধারণ সম্পাদক সুহাস ভগৎ এর দ্বিতীয় করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।তার প্রথম রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। লালজী ট্যান্ডনের শেষকৃত্যে লখনৌ যাওয়া নেতাদের মধ্যে এই নিয়ে তিনজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে ছিলেন অরবিন্দ সিং ভাদোরিয়া এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিডি শর্মা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই মহামারীতে আক্রান্ত স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কিরগিজস্তান থেকে শিক্ষার্থীদের ঘরে ফেরালেন সোনু

মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজস্তানে করোনা মরামারিতে আটকে ছিল বেশ কিছু ভারতীয় শিক্ষার্থী। তাঁদেরই একদলকে ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন সোনু সুদ। টুইটারে এ সুখবর জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘কিরগিজস্তানের শিক্ষার্থীদের বলছি, তোমাদের জন্য সুখবর। ২৪ জুলাই শুক্রবার বিকেল তিনটায় বিশকেক শহরে থেকে প্লেন ছাড়বে। বারানসি এয়ারপোর্টে এসে থামবে। আশা করি তোমরা তৈরি। এই শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যরাও যথাসময়ে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকবেন। এখন সময়, পরিবারের সঙ্গে মোলকাতের। এই কঠিন সময়ে ভারতবাসী পরিবারের সঙ্গে থাকুক। মনোবল বজায় রাখার জন্য সেটি অত্যন্ত জরুরি।’কিরগিজস্তানের প্রায় ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে ঘরে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছেন সোনু। আগামী দুই মাসের মধ্যে তাঁদের সবাইকে দেশে ফেরাবেন সোনু। আজ তার প্রথম দিন। প্রথম ফ্লাইটে ওই দেশে আটকে পড়া ১৩৫ জন শিক্ষার্থীকে ঘরে ফেরাবেন সোনু। এই ফ্লাইটটি ছিল গতকাল ২৩ জুলাই।

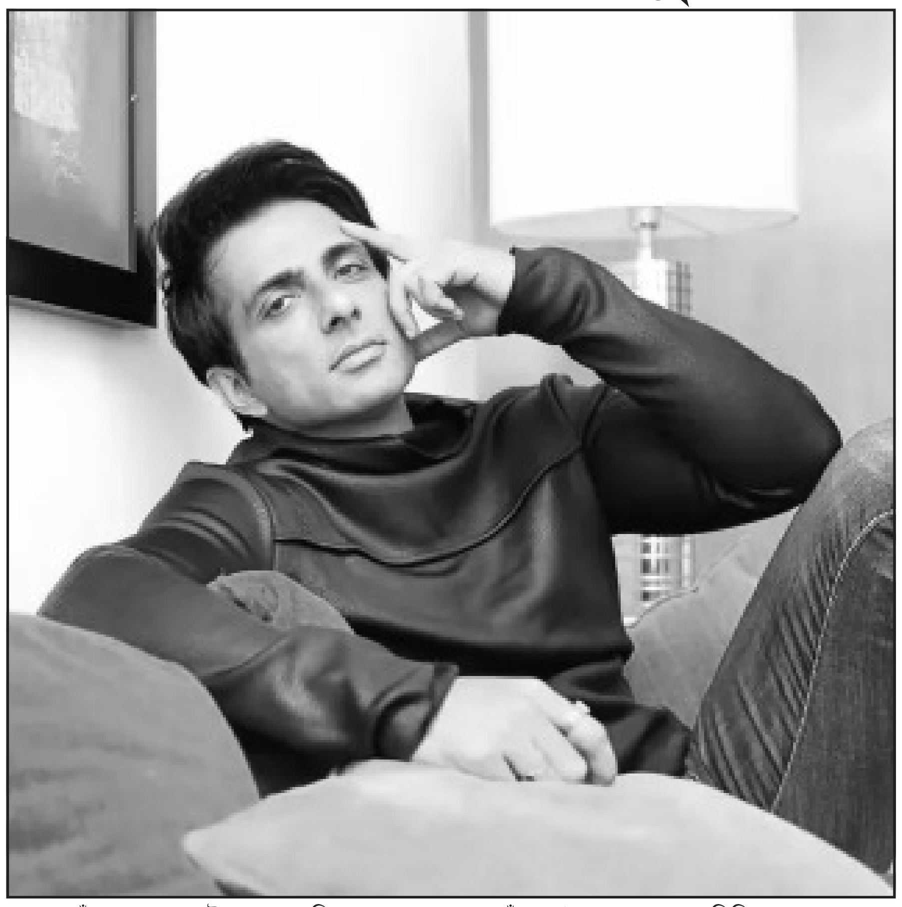

অনিবার্য কারণবশত ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়। সেই ঘোষণাও টুইটারে জানিয়েছিলেন সোনু।জনপ্রিয় কমেডিয়ান কপিল শর্মা সোনুকে ‘সত্যিকারের হিরো’ বলে লিখেছে, ‘মানুষের চরম দুঃসময়ে যে পাশে এসে দাঁড়ায়, সে-ই তো সত্যিকারের হিরো। সোনুর প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পর্দায় ও ভিলেন হলে কী হবে, জীবনের গল্পে তো সে প্রকৃত নায়ক।

সৃষ্টিকর্তা সোনুর মঙ্গল করুন। সে যেন জীবনে সুখী হয় আর এভাবেই বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়।’ সোনু সুদ। এর আগে সোনুর ভাড়া করা ১০টি বিশেষ বাসে ৩৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে তাঁদের কর্মস্থল মহারাষ্ট্র থেকে কর্ণাটকে পৌঁছানো হয়।

নিজ উদ্যোগে বাস, ট্রেন, এমনকি উড়োজাহাজে করেও এ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ২০ হাজার পরিযায়ী দিনমজুর ও তাঁদের পরিবারকে বাড়ি পাঠিয়েছেন সোনু সুদ।ওমান, কাতার, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, লেবাননে আটকে পড়া প্রায় ৬৫ হাজার ভারতীয়কে দেশে ফেরানোর জন্য ইতিমধ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাফটার সম্মান পাচ্ছেন ইদরিস

জনপ্রিয় ব্রিটিশ অভিনেতা ইদরিস এলবা পাচ্ছেন বাফটা অ্যাওয়ার্ডের শীর্ষ সম্মাননা। ব্রিটিশ একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টসের (বাফটা) এ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে টেলিভিশনে বৈচিত্র্যময় অবদানের জন্য। ৩১ জুলাই বাফটার আসরে এ সম্মাননা দেওয়া হবে। এর আগে এ সম্মাননা পেয়েছেন নিকোলা শিন্ডলার, ক্লেয়ার বল্ডিং, জন মোটসন, হেনরি নরমাল প্রমুখ তারকারা।সিনেমা দিয়ে ইদরিস এলবা পরিচিত সারা বিশ্বে। টেলিভিশনেও সমান জনপ্রিয় তিনি। এইচবিও চ্যানেলের ‘দ্য ওয়ার’ এবং বিবিসি ড্রামা ‘লুথার’ দিয়ে সুনাম করেন তিনি। জিতে নেন গোল্ডেন গ্লোবের মতো পুরস্কার। মনোনীত হন এমি ও বাফটা অ্যাওয়ার্ডে। স্কাই চ্যানেলের ‘ইন দ্য লং রান’ আরেক প্রযোজনা,

যা এলবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি। এটিও পরিচিতি দিয়েছে তাঁকে।তবে শুধু অভিনয়ের জন্যই এ সম্মাননায় ভূষিত করা হচ্ছে না তাঁকে। বিনোদনজগতে নানা কাজের জন্য তাঁকে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। তার মধ্যে আছে ২০১৩ সালে তৈরি করা তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গ্রিন ডোর পিকচার্স। এ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন মেধাবী মুখ বের করেন তিনি।এলবা ধন্যবাদ জানান বাফটা কর্তৃপক্ষকে। তিনি স্বীকার করেন, তিনি যেভাবে মেধাবী মুখ খুঁজে বের করেন নানা বৈচিত্র্যময় প্ল্যাটফর্ম থেকে, একদিন তাঁকেও এভাবেই নতুন মেধাবী মুখ হিসেবে হাজির করা হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিতে।

চুলকানি রোধ করার কয়েকটি নিয়ম

মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে পেডিকিউলাস ক্যাপিটিস বলা হয়।

উকুন হওয়ার কারণ ঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকা একই বিছানা বা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা, একই চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো, মাথা পরিষ্কার না রাখা ইত্যাদি কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউ লাস ক্যাপিটিস।

এ রোগ হয়ে থাকে, মানুষের দেহে তিন প্রকার উকুন থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেলিকিউলাস করপোরিস এবং বিটপ দেশের লোমে , বগলে, গোঁফ-দাঁড়িতে, চোখের পাতায় যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউলাস পিউবিস। মাথার উকুন তামাটে বর্ণের হয়। এরা একবার শতাধিক ডিম পাড়ে, যাদের লিকি বলা হয়। এ লিকি থেকে এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা হয় মাথায় উকুনের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

চিকিৎসা ঃ লোশন পারমেথিরিন ১ ভাগ মাথায় ভালভাবে লাগাতে হয় এবং মাথায় কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, যাতে উকুন পালিয়ে যেতে না পারে। ব্যবহার শেষে ভালোভাবে সাবান জলে স্নান করে নিতে হয়।

খুশকি ঃ সাধারণভাবে মাথায় হালকা মতো মরা চামড়া ওঠাকে খুশকি বলা হয়। এক্ষেত্রে মাথায় চুলকানি থাকে, মাথার ত্বকে কুটকুটে ভাব থাকে। মাথার চুল বেড়ে গেলে, চুল ভেজা থাকা অবস্থায় আঁচড়ালে, মাথার ময়লা জমলে, তেল বেশি বেশি ব্যবহার করলে এবং সেই সঙ্গে মাথায় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটলে রোগের উপসর্গ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাই একই চিরুনি অনেকে ব্যবহার করতে করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই খুশকিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয় না তবে দমিয়ে রাখা হবে। যাদের মাথায় খুশকি হয় তাদের তেল মাখা কমিয়ে দিতে হবে অথবা বন্ধ করে দিতে হবে। খুশকি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে চুল পড়ে যেতে পারে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু বাজারে এখন সর্বত্রই পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে একে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাথার দাদ ঃ ছত্রাকের আক্রমণ যখন মাথায় ঘটে তখন তাকে টিনিয়া ক্যাপিটিস বলা হয় বা মাথায় দাদ বলা হয়। এ রোগটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাথায় হতে দেখা যায়, তবে খুব কম ক্ষেত্রেই বড়দের হয়।

চিকিৎসা ঃ এক্ষেত্রে দাদ নিরোধক অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ সেবন গগ্রাইসিওফুলভিন ৫ মিলি গ্রাম শরীরের ওজনের অনুপাত থেকে দেড় মাস খেতে হয়।

রোগ সারাতে কাঁচা আম

গরম এসে গেছে আর এখনই কাঁচা আমের মৌসুম। আমরা জানি আমকে বলা হয় ফলের রাজা। সব বয়সের মানুষ পাকা আম পছন্দ করে এবং অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে এই ফলটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কাঁচা আম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। কাঁচা আমের গন্ধে মন ভরে যায় সতেজতায়। চাষের ধরন অনুযায়ী আম বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। আসলে আমের বিভিন্ন রকম ১০০০ টি প্রজাতি আছে। স্কুলের বাচ্চাদের ও অনেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রিয় কাঁচা আম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল ও জলে ভরপুর। কাঁচা আম সাধারণত আচার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জুস, চাটনি, সস, জ্যাম এবং ফলি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁচা আমের ভর্তা। আসুন তাহলে জেনে নেই কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে।

এসিডিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বেশিরভাগ মানুষই এসিডিটির সমস্যায় ভুগে থাকেন। কাঁচা আম খেলে এডিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওষুধ গ্রহণ ছাড়াই আপনার হজমে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

জলের ঘাটতি রোধ করে ঃ গরমে আমাদের শরীর থেকে অনেক জল বাহির হয়ে যায়। শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এবং জলের ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খান।

পেটের সমস্যা দূর করে ঃ গরমের সময় বেশিরভাগ মানুষের পেটে সমস্যা হতে দেখা যায়। ডায়রিয়া আমাশয় ও বদহজমের মত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। খাদ্য হজমে সহায়তা করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা আম।

ওজন কমায় ঃ মিষ্টি আমের চেয়ে কাঁচা আমে চিনি কম থাকে বলে এটি ক্যালরি খরচে সাহায্য করে।,

স্কার্ভি ও মাড়ির রক্ত পড়া প্রতিরোধ করে ঃ কাঁচা আম খেলে আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করে। স্কার্ভি, অ্যানেমিয়া ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায় কাঁচা আম। কাঁচা আমের পাউডার বা আমচুর স্কার্ভি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ঃ সবুজ কাঁচা আম খাওয়া মাড়ির জন্য উপকারী। এটি খুব মাড়ির রক্ত পড়াই বন্ধ করে না নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয়রোধ করে।

মর্নিং সিকনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস দূর করতে চমৎকারভাবে কাজ করে কাঁচা আম। সামান্য লবণ লাগিয়ে কাঁচা আম খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটায় ঃ কাঁচা আম আলফা ক্যারোটিন ও বিটা ক্যারোটিনের মত ফ্লাভনয়েড সমৃদ্ধ। এইসব উপাদান দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায়।

লিভারের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ঃ লিভারের রোগ নিরাময়ের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে কাঁচা আম। যখন কাঁচা আম চিবানো হয় তখন পিত্ত থলির অ্যাসিড ও পিত্ত রস বৃদ্ধি পায় ।এর ফলে যকৃতের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন পরিষ্কার করে।

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

আপেল-কমলার খোসায় মুখের কালো দাগ দূর করে

মুখকে সুন্দর রাখতে আমরা কত কিছু করি। তার সঠিক যত্ন নেওয়া, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া থেকে শুরু করে রূপচর্চা করা সব কিছু করতে আমরা উদ্যত। আর যদি আপনার এই সুন্দর মুখে হঠাৎ করে কোনো কালো দাগ দেখা দেয় তাহলে তা দূর করতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই কালো ছোপ ছোপ দাগ যা অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তিকর কারণ হয়, সৌন্দর্য হানির মুখ্য কারণ হয়।

অবশ্য এর জন্য আছে কিছু সহজ উপায় যা মেনে চললে আপনি উপকার পাবেন ও রাহাইও পাবেন। জেনে নিন তার তিনটি সহজ পদ্ধতি। দুইচামচ বেসন, এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো, এক চামচ চন্দন

গুঁড়ো এবং এক চামচ কমলার খোসা বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার এটা মুখে, ঘাড়ে বালো করে লাগিয়ে রেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

মানসিক রোগের সাথে ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের সম্পর্ক আছে ?

সৃষ্টিশীলতা আছে দেবতারকাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন ‘মিউজ’ । গ্রিক দেবতাদের রাজা -দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো ‘মিউজেস’।

সৃষ্টিশীলতা আসে দেবতার কাছ থেকে। এমনটাই বিশ্বাস করত প্রাচীণ গ্রিসের লোকেরা। গ্রিক মিথ অনুসারে শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের উৎস ছিল নয়জন ‘মিউজ’। গ্রিক দেবতাদের রাজা দেবতা জিউসের ৯ মেয়েকে বলা হতো মিউজেস’। এমনকি আঠারো শতকেও মনে করা হতো নিজে থেকে কেউ সৃস্টিশীল হতে পারে না। সৃষ্টিশীলতা এমন এক গুণ যা কারো কারোই থাকে, সবার থাকে না। এমনকি এটাও মনে করা হতো যে বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার এসব মানসিক অসুস্ততার সাথে সৃষ্টিশীলতার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। চিত্রশিল্পী, লেখক, কবি, গায়ক , নাট্যকার, নৃত্যশিল্পী , অভিয়নশিল্পী, ইত্যাদি সৃষ্টিশীল মানুষের মানসিক রোগে ভোগার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি।

সাইকোলজিস্ট জে ফিলিপ রাশটন পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, সৃষ্টিশীলতার সাথে বুদ্ধি ও বিভিন্ন মুড ডিজঅর্ডারের সম্পর্ক আছে। সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলের ডিজঅর্ডার, ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার ৩ লাখ লোক আর তাদের রিলেটিভের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যাদের সিজোফ্রেনিয়া ও বাইপোলের ডিজঅর্ডার আছে, তাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি বেশি। তাদের ভাইবোনদের মধ্যেও ক্রিয়েটিভ কাজ করার ঝোঁক বেশি। তবে যারা ইউনিপোলার ডিপ্রেশনের শিকার তাদের মধ্যে এরকম কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

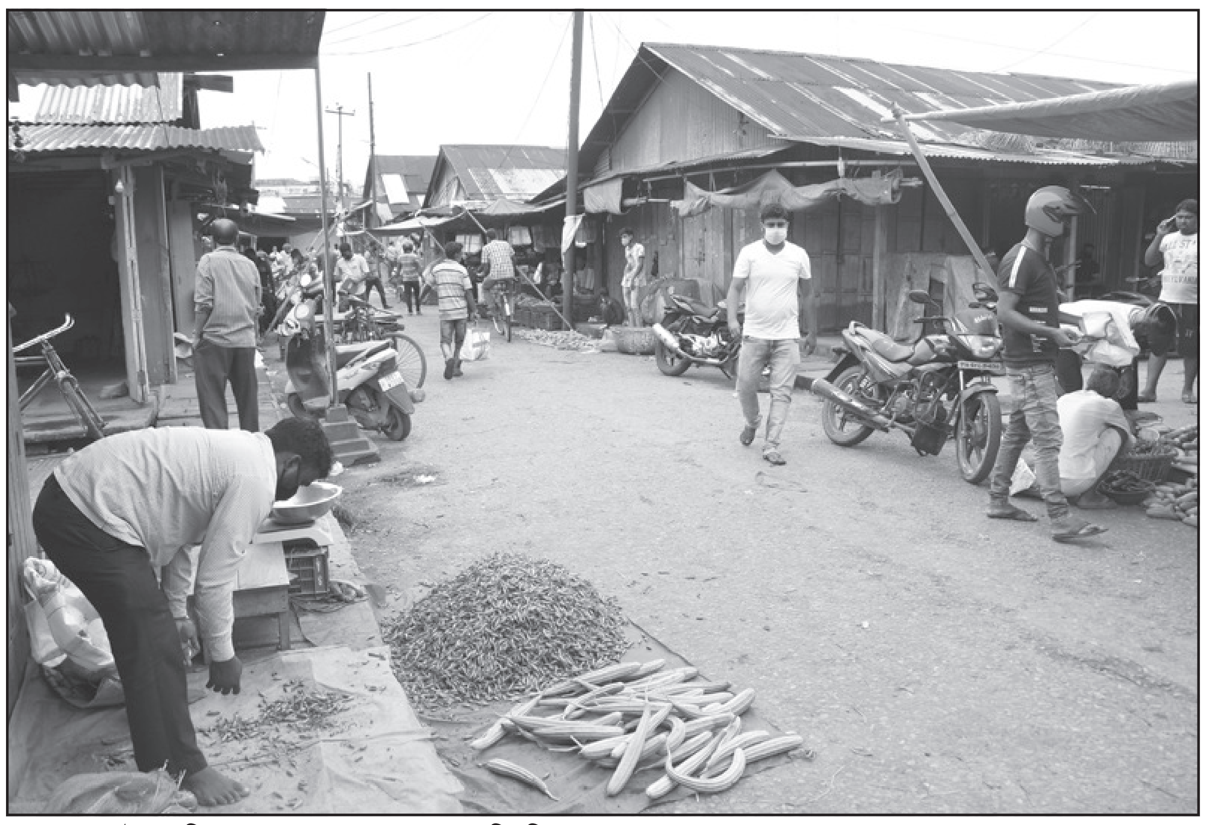

বুধবার লকডাউনের দিনে মহারাজগঞ্জ বাজারের দৃশ্য। ছবি- নিজস্ব।

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো অবস্থানে

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৯।।বাংলাদেশ-ভারতের 'ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক' নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যে শিগগিরই বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাসের নিয়োগের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। সীমান্তবর্তী দুই দেশের 'সম্পর্কের টানাপড়েন' চলছে বলে গণমাধ্যমের প্রকাশিত এ ধরনের 'অনুমান' নির্ভর প্রতিবেদনকে নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

যদিও ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোতে একটি বাংলাদেশি গণমাধ্যমের প্রকাশিত নিবন্ধের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, গত চার মাসে বৈঠকের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ভারতের হাই কমিশনারকে সময় দেননি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ২২ জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের জন্য কোনো আবেদনই করা হয়নি।

'অনুমান-ভিত্তিক' ওই প্রতিবেদনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ওই কর্মকর্তা বলেন, ভারতীয় হাই কমিশনার ২২ জুলাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর (শেখ হাসিনা) সাথে দেখা করার জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলেন। এর আগে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়া হয়নি।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ কর্মকর্তা বলেন, 'দ্বিপীক সম্পর্কেরে ত্র বাংলাদেশ-ভারতের এখন 'সবচেয়ে ভালো সময়' পার করছে যা আগামী দিনগুলো আরও দৃঢ় হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।

কূটনৈতিক এক সূত্র জানিয়েছে, দেশে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে গত চার মাসে কোনো কূটনীতিকের সাথে সাাৎ করেননি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।সূত্রটি জানায়, 'সম্প্রতি নিয়োগের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশের কমপে ৫ জন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ থেকে তাদের দেশে ফিরে গেছেন। করোনাভাইরাসের কারণে তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিদায়ী সাাতও করতে পারেননি।' ওই রাষ্ট্রদূতরা হলেন- দণি কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, নরওয়ে এবং সুইডেন।

দ্য হিন্দু নামে একটি ভারতীয় দৈনিক দাবি করছে, হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাাৎ করার জন্য গত চার মাস ধরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়ার চেষ্টা করেও তা পাননি। ওই কর্মকর্তা বলেন, ক্রমবর্ধমাণ সম্পর্ক উন্নয়নেরে ত্র সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারত মধ্যকার বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে গত সোমবার ১০টি রেলইঞ্জিন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর, ভারতীয় রেল, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ুস গয়াল বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন ও এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ড মোমেন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে অংশীদারিত্বেরে ত্র গত কয়েক বছর ধরে ভারত ও বাংলাদেশ সোনালী অধ্যায় পার করছে।' তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক 'রক সলিড' এবং যা মূল্যবোধ, নীতি ও আস্থার ভিত্তিতে তৈরি। রাজনীতি, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পানি, জ্বালানি, শক্তি, পরিবহন, লজেস্টিক, নিরাপত্তা ও আরও অনেক কিছুসহ আমাদের জীবনের প্রতিটি ত্রেকে স্পর্শ করছে। 'আমি নিশ্চিত সামনের দিনে আমাদের সম্পর্ককে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করতে সম হব,' বলেন তিনি।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জায়শঙ্কর বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অংশীদারিত্ব একটি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ দণি এশিয়া গড়ার মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে। 'ভারত বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উন্নয়নের অংশীদার হিসেবেই থাকবে,' বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত বছরের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেড়ে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

বাংলাদেশে থানার ভেতরে বোমা বিস্ফোরণে ৫ পুলিশ আহত

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৯।।বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মিরপুরে পল্লবী থানার ভেতরে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এসময় পাচঁ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, পল্লাবী থানায় পরিদর্শক (অপারেশন) এমরানুল ইসলাম, এসআই রুমি তাবরেজ হায়দার, পিএসআই সজীব, অঙ্কর ও রিয়াজ। এদের মধ্যে আহত রিয়াজের অবস্থা গুরুতর। তার বাম হাতের তবিত কব্জি কেটে ফেলেছেন চিকিৎসকরা। বুধবার সকাল ৭টার দিকে পল্লবী থানার ভেতরে এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। এদিকে, বিস্ফোরনের পর পল্লবী থানা ভবন পরিদর্শন করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার কৃষ্ণপদ রায়। অপরদিকে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মো. ওয়ালিদ হোসেন বলেছেন, বোমা বহনকারী তিনজন ভাড়াটে খুনি। তবে ওই তিনজনের নাম বা বিস্তারিত পরিচয় এখনো জানানো হয়নি। এছাড়া বিস্ফোরণের এই ঘটনায় কোনো জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অতিরিক্ত কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় ব্রিফিংয়ে বলেন, কালশী কবরস্থানের কাছে একদল সন্ত্রাসী অবস্থান করছে খবর পেয়ে রাত ২টার দিকে পল্লবী থানা পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে দুটি পিস্তল, চার রাউন্ড গুলি এবং একটি ডিভাইস পাওয়া যায়, যেটি দেখতে ওজন মাপার মেশিনের মত। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, ওই ওজন মাপার যন্ত্রে বোমা আছে। এরপর বোমা নিস্ক্রিয়কারী দলকে খবর দেওয়া হলে তারা এসে ডিউটি অফিসারের কে ওই ওজন মাপার মেশিন পরীা করেন। পরে আরেকটি বিশেষজ্ঞ দলকে ডাকা হয়, তারা পৌঁছানোর আগেই বিস্ফোরণ ঘটে। তিনি বলেন, বিস্ফোরণ ঘটার পরে আমাদের চার পুলিশ সদস্যসহ পাঁচ সদস্য আহত হন। তারা সবাই চিকিৎসাধীন আছেন।

পুলিশের একটি সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার তিনজন স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করছিলেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে বিস্ফোরণে আহত রিয়াজের বাম হাতের তবিত কব্জি কেটে ফেলেছেন চিকিৎসকরা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) অস্ত্রোপচারের সময় তার কব্জি কেটে ফেলা হয়। তার অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের আবাসিক সার্জন (আরএস) ডা. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন জানিয়েছেন, রিয়াজের বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে। তার ডান হাতের একটি আঙ্গুল তিগ্রস্ত হওয়ায় সেটিও রাখা যায়নি। এছাড়া তার পেটে বড় ধরনের ইনজুরি আছে বলেও জানান তিনি। ডিএমপির ডিসি (মিডিয়া) ওয়ালিদ হোসেন জানান, রিয়াজ পল্লবী থানায় বেসরকারি কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি থানায় পুলিশের সাহায্যকারী হিসেবে চা, নাস্তা এনে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন। সাহায্য করার জন্য পুলিশ সদস্যরাই তাকে কিছু টাকা দিতো। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. বাচ্চু মিয়া জানান, সকালে প্রথমে পাঁচজনকে ঢামেকে আনা হয়। এরমধ্যে পরিদর্শক এমরানের বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচে জখম, সজীবের কানে, রুমির বাঁ হাতে জখম রয়েছে। অঙ্করের চোখে আঘাত থাকায় তাকে পরে চু হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ৫,৮৯২, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,০৬৩ জন

ইসলামাবাদ, ২৯ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। পাকিস্তানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ২৭ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১, ০৬৩ জন। বুধবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৮৮-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯২,৪৫২ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১১,৯৩,৯৮ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৩,৭২৪, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৯৬৩, বালোচিস্তানে ১১,৬৫৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,০৪২, আজাদ কাশ্মীরে ২,০৫৫।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,০৬৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৮৯২ জনের।

করোনা-প্রকোপ অব্যাহত ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকছে গঙ্গোত্রী মন্দিব

উত্তরকাশি (উত্তরাখণ্ড), ২৯ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না, বরং মারণ এই ভাইরাস অসুস্থ করে তুলছে বহু মানুষকে। কেড়েও নিচ্ছে অনেকের প্রাণ। কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপের কারণে বুধবার (২৯ জুলাই) থেকে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ভক্তদের জন্য বন্ধ থাকছে গঙ্গোত্রী মন্দিরের দরজা। ভক্তদের প্রবেশ রুখতে গঙ্গোত্রী মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে এবং মন্দিরের দুই কিলোমিটার আগেই আটকে দেওয়া হবে পুণ্যার্থীদের।

গঙ্গোত্রী মন্দির সমিতির সভাপতি সুরেশ সেমওয়াল বুধবার জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপের কারণে বুধবার (২৯ জুলাই) থেকে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ভক্তদের জন্য বন্ধ থাকছে গঙ্গোত্রী মন্দিরের দরজা। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১৫ আগস্ট পর্যন্ত গঙ্গোত্রী মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হবে এবং দুই কিলোমিটার আগেই আটকে দেওয়া হবে পুণ্যার্থীদের।

কৃষক সমস্যা নিয়ে কথা ভারত কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বুধবার সারা ভারত কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার বৈঠক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের ২১ টি কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ নেন।

ইতিপূর্বে সারা দেশের প্রায় ২৫০ টি কৃষক সংগঠনের সংগ্রামী যুক্ত মঞ্চ এ.আই.কে.এস.সি.সি (সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি) আগামী ৯ আগস্ট ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো দিবসে 'কর্পোরেটদের হঠাও! কৃষি বাঁচাও!' এই দাবীতে সারা দেশে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার ডাক দিয়েছে। এই রাজ্যের সমস্ত জেলায় জেলা সদর, কয়েক শত গ্রামীণ গঞ্জ বা গ্রামীণ জনবহুল স্থানগুলিতে ধর্ণা, মিছিল, অবস্থান, বিক্ষোভ সভা প্রভৃতি কর্মসূচী সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে গৃহীত হয়। লকডাউন বা স্বাস্থ্য বিধি মেনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যায় কৃষক ও গ্রামীণ গরীবরা অংশগ্রহণ করবে বলে বৈঠকে স্থির হয়।

সভায় আলোচকরা বলেন, এক দিকে অপরিকল্পিত লকডাউন, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, এই দ্বিমুখী হামলার মুখে কৃষক ও গ্রামীণ গরীবদের চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ঋণ মুকুব, কর ছাড়, শ্রম আইন লঘু করে দেওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশের বড় পুঁজিপতিদের নানারকম সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অথচ কৃষকদের থেকে দেড়গুন দামে ফসল কেনা হলো না, কৃষি ঋণমুকুবের কোন কথাই শোনা গেলো না। এখন লকডাউনে দেশের মানুষকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, সংসদকে এড়িয়ে তিনটি কালা অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে। 'চুক্তি চাষ', 'ফসলের ন্যায্য দাম' প্রভৃতি গালভরা নামে আসলে কৃষকদের কর্পোরেটদের গোলামে পরিনত করা হবে, প্রতিষ্ঠা করা হবে কোম্পানীরাজ। দেশের কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষা তুলে দেওয়া হবে দেশী বিদেশী কোম্পানিগুলোর হাতে।

সভায় আলোচিত হয়, লকডাউনে যে কৃষকরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দেশের মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করেছে, তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হলো না। বর্তমান খারিফ মরসুমে কৃষকদের সার বীজ কীটনাশক কিছুই দেওয়া হলো না, বিপরীতে সার, ডিজেল ও বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে চাষের খরচ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। লকডাউনে কাজ হারিয়ে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ গ্রামে ফিরে এসেছে,তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের বরাদ্দ বা মনরেগার জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলো না। বর্তমানে গ্রামীণ বেকারত্ব অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ গরীবদের আগামী ৬ মাস ৭৫০০ টাকা

ছয়ের পাতায়

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা করার অভিযোগে নাম জড়াল তৃণমূল বিধায়কের

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগে নাম জড়ালো তৃণমূল বিধায়কের। প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। একইসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও করেছেন ওই বিজেপি কর্মী।

কলকাতা পুরসভার ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজেপি কর্মীর অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে তাঁর বাড়ি, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এরপরেই তিনি তৃণমূল বিধায়ক স্বর্ণ কমল সাহার অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন। বিজেপি করার অপরাধে তার উপর আগেও হামলা চালানো হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ইতিমধ্যেই প্রগতি ময়দান থানায় তৃণমূল বিধায়কের অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বিজেপি কর্মী। কিন্তু পুলিশ অভিযোগ নিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন বলেও অভিযোগ করেন ওই ব্যক্তি। যদিও পুলিশের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বিজেপির অভিযোগের পালটা কোনও প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের তরফে পাওয়া যায়নি।

দুবরাজপুরে পাঁচিল চাপা পরে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের

দুবরাজপুর, ২৯ জুলাই (হি. স.) : ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পাঁচিল চাপা পরে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়া পাঁচিল ভেঙে পরে মৃত্যু হল দুজনের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের দুবরাজপুরে। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে মৃতদের নাম সৌরভ মন্ডল (৪০) ও অনিক মন্ডল (১০)। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

মঙ্গলবার রাতের একটানা বৃষ্টি শুরু হয়।সৌরভ বাবু পেশায় ভারতীয় জীবন বীমা সংস্থার এজেন্ট। মঙ্গলবার রাতে ছেলেকে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দুবরাজপুরের সারদাপল্লীর বাসিন্দারা আচমকা তীব্র আওয়াজ শুনতে পেয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে আসেন দেখতে পান স্থানীয় একটি মন্দির পরিচালিত হাসপাতালের সীমানা পাঁচিল ভেঙে পরেছে। আর ওই পাঁচিলে চাপা পরেছেন প্রতিবেশী সৌরভ মন্ডল ও তার ছেলে অনিক মন্ডল। তড়িঘড়ি

ছয়ের পাতায়

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে তথ্যমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৯।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে করোনা মহামারিতেও গত পাঁচ মাসে খাদ্যের জন্য হাহাকার হয়নি দেশে। এসময়ে একজনও না খেয়ে মারা যায়নি।

বুধবার যশোর সার্কিট হাউজে আয়োজিত করোনাকালীন পরিস্থিতিতে খুলনা বিভাগের সাংবাদিকদের মধ্যে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যান ট্রাস্ট্রের আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণেই দেশ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দেশ এখন উন্নয়নশীল নয়, মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অথচ আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের নেত্রী করোনা থেকে জনগণকে রার জন্য পর্যায়ক্রমে সবকিছু করেছেন। আমাদের সরকারের বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের অনেক প্রস্তুতি ছিল, কিন্তু করোনা মহামারির কারণে আমরা তা করিনি। স্বাধীনতা দিবসসহ অনেক কিছুই আমরা পালন করিনি। কিন্তু আমরা বসে নেই। আমরা কাজ করে চলেছি।'

করোনায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে মো. নাসিমসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা মারা গেছেন উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিন্তু বিএনপি উঁকি মেরে টিভিতে শুধু মুখ দেখাচ্ছে। অথচ তারা মানুষের পাশে নেই। উঁকি মারা ছাড়া তাদের কোথাও খোঁজ পাওয়া যায়না।'

যশোর-৬ আসনের সাংসদ শাহীন চাকলাদার, বিএফইউজে'র সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, জেলা প্রশাসক তমিজুল ইসলাম খান, যশোরের পুলিশ সুপার আশরাফ হোসেন ও যশোর প্রেসকাবের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুনসহ খুলনা বিভাগের ৯ জেলার সাংবাদিক নেতারা উপস্থিতি ছিলেন।

করোনা মোকাবিলায় নিয়োজিত হোক গ্রামীণ চিকিৎসক, দাবি কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যজুড়ে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যে অপ্রতুল তা বনগাঁ কাণ্ডের পর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী দিনে গ্রামাঞ্চলে করোনার বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে কোয়াক চিকিৎসক হিসেবে জনপ্রিয় গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষিত করার দাবি জোরালো হল। উপসর্গহীন বা কম উপসর্গ করোনা রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য এইসব গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও সরকারের তরফে যাবতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করা উচিত বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া, যুব এবং সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় করোনা ছড়িয়ে পড়ছে। মহকুমা তথা ব্লক হাসপাতালগুলি বেশিরভাগই রেফার করে দিচ্ছে। ফলে চিকিৎসার অভাবে এক হাসপাতাল থেকে অন্যত্র যাওয়ার পথেই মৃত্যু হচ্ছে বহু রোগীর।তার জ্বলন্ত উদাহরণ বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালের ঘটনা।এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে করোনা প্রতিরোধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও যাবতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের দাবি তুললেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আমফানের থেকেও ভয়াবহ ছিল আয়লা।সেবার ১০০০ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল।নোনা জলে ভেসে গিয়েছিল গোটা সুন্দরবন। কিন্তু একজনও সেবার আন্ত্রিক কে আক্রান্ত হয়নি। কারণ তৎকালীন রাজ্য সরকার গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্যালাইন ওয়াটার এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করেছিল। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৃণমূল স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।তাই বড় ধরণের মহামারি সেবার রোধ করা গিয়েছিল।বর্তমানে গোটা ভারতে ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামীন চিকিৎসকদের প্রতি নির্ভরশীল। করোনা মোকাবিলায় সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিসেবে কাজ করবে এই গ্রামীণ চিকিৎসকেরা। তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে, সিলিন্ডার সহ যাবতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করে লক্ষণ হীন রোগীদের চিকিৎসা করানো যেতে পারে। এমনকি করোনা পরীক্ষার জন্য লালারস সংগ্রহের ক্ষেত্রে এদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে এই সকল চিকিৎসকদের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে করোনা প্রতিরোধে সাধারণ মানুষ নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসবে।বারেবারে করোনা পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু পরীক্ষাগার থাকলেও জনবল নেই নমুনা সংগ্রহ করার।সে ক্ষেত্রে এদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। করোনা মোকাবিলা গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়োগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠিও দিয়েছিলেন কান্তি বাবু। কিন্তু এখনো সেই চিঠির কোন উত্তর আসেনি। নিজের বাস্তব ও প্রশাসনিক পদে থাকাকালীন কার্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই দাবি করছেন বলে জানিয়েছেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন স্ট্রেচার টানা নির্দিষ্ট লোক রয়েছে। কিন্তু এরা টাকা নিয়ে বিপুল পরিমাণ জুলুম করে থাকে।তাই পরিবারের সদস্যদের স্ট্রেচার টানতে হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা মোকাবিলায় গ্রামীণ চিকিৎসকদের যাবতীয় সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিৎ রাজ্য সরকারের বলে জানিয়েছেন সার্ভিসেস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসা হচ্ছিল। প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে এইসব চিকিৎসকদের আগে থেকে ব্যবহার করা যেতে পারত।

কিন্তু তেমনটা এখনো হচ্ছে না।দিনকে দিন করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। রাজ্যে করোনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল দৈনিক ২৫ হাজার। এখনো পর্যন্ত তার ধারে কাছে যাওয়া হয়নি। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে করে দৈনিক এক লক্ষ পরীক্ষা করা উচিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু দিশা নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি এক হাজার জনগণ পিছু ন্যূনতম তিনটি হাসপাতাল শয্যার প্রয়োজন।বর্তমানে রাজ্যে এই হার ০. ৭ শতাংশ।এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রয়োজন চার লক্ষ শয্যার। কিন্তু তেমনটা হচ্ছে কোথায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদার গ্রামীণ চিকিৎসক সৌমেন আদক জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট দেওয়া হয়নি। ফলে দস্তানা, ফেস শিল্ড এবং মাস্ক পরে রোগী দেখতে হচ্ছে। জেলায় দুটি করোনা হাসপাতাল থাকা সত্বেও রোগী ফেরত আসছে। উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোকের রোগীরা যারা কিনা আক্রান্ত হয়েছে তারা আইসি এবং পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাবে বাড়িতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি জানিয়েছেন শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক মাত্র দুই দিন করোনা পরীক্ষা হয়। অসুস্থ রোগীকে বাড়ি থেকে একবার হাসপাতাল তারপর পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া দুরূহ কাজ।

পর্যাপ্ত পরিমাণে এম্বুলেন্স এবং যানবাহনের অভাব। সপ্তাহে মাত্র দু " দিন করোনা পরীক্ষার হওয়ায় পরীক্ষা করানোর আগেই রোগীর মৃত্যু হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব মেদিনীপুরে বর্তমানে দুটি করোনা হাসপাতাল রয়েছে। একটি চন্ডিপুর এবং অপরটি পাঁশকুড়ায়।তবুও পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সবমিলিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২৯৪২।তাই গ্রামীণ চিকিৎসক প্রশিক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন।

ঈদ: বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি ৬ দিন বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ২৯।।পবিত্র ঈদুল আযহা উপলে বৃহস্পতিবার থেকে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ৬ দিন চতুর্দেশীয় সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের আমদানি-রপ্তানিকারক, সিএন্ডএফ এজেন্ট, ব্যবসায়ী, শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আগামী ৫ আগস্টে এ বন্দরে দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে। ৩০ জুলাই থেকে আগামী ৪ আগস্ট পর্যন্ত এ স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের পাথরসহ সব ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও ছুটির সময়ে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম সরকারি নিয়মানুযায়ী চলবে।

পঞ্চগড় জেলা আমদানি-রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদি হাসান খান বাবলা জানান, গত ২১ জুলাই অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন উপলে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর সাত দিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।কিন্তু বন্দরে পচনশীল খাদ্যদ্রব্য তথা বিপুল পরিমাণ ভুট্টা, আদা, ডালের গাড়ি আটকে যাওয়ায় একদিন ছুটি কমিয়ে রিসিডিউল করে ৬ দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, বলেন তিনি।

বীরভূমে হাসপাতাল নিজের হাতে স্যানিটাইজ করছেন চিকিৎসক

মুরারই, ২৯ জুলাই (হি. স.) : বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি বাদ নেই চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা। আর এমত অবস্থায় রাজগ্রাম হাসপাতালের চিকিৎসক অভিষেক বিশ্বাস নিজের হাতেই হাসপাতাল স্যানিটাইজ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মতো বুধবার তিনি তা করলেনও। বীরভূমের ঝাড়খন্ড এবং মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্লক মুরারই। এই ব্লকে রয়েছে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। যখন দিনদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা।এমত অবস্থায় এবার নিজে থেকেই সংক্রমণ রোধে সক্রিয় হলেন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক অভিষেক বিশ্বাস।হাসপাতালে পরিস্কার করার কাজে কাজ নিজে হাতে তুলে নিলেন ওষুধপত্র এবং স্প্রে মেশিন। যা দিয়ে পুর হাসপাতাল জীবাণুমুক্ত করার কাজে অংশ নিলেন চিকিৎসক নিজেই। মেশিন দিয়ে সমস্ত হাসপাতাল জীবাণু মুক্ত করার কাজ করলেন। যা দেখে হতবাক রোগীর আত্মীয়রা। কারণ হিসেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি হাসপাতালে পর্যাপ্ত সাফাই কর্মী নেই তাই প্রতিদিন স্যানিটেশনের কাজ হচ্ছে না। এই করোনা পরিস্থিতির মাঝে ব্যাহত হচ্ছিল কাজ। তাই এবার চিকিৎসক নিজেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে হাসপাতাল পরিষ্কার করার কাজে অংশ নিলেন বিষয়ে ওই চিকিৎসক অভিষেক বিশ্বাস জানান, হাসপাতালে লোক সংখ্যা কম থাকায় নিজেদের সুরক্ষার জন্য নিজের হাতেই এই স্যানিটাইজ করার কাজ করে ফেললাম।

জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিলের দাবি আবুটা-র

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (আবুটা) মনে করে, এই শিক্ষানীতিটি চালু করে 'ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক' শিক্ষার মহান সাংবিধানিক চেতনাটিকে নিদারুনভাবে ধ্বস্ত করা হল।

সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গৌতম মাইতি এ কথা জানিয়ে বলেন, "করোনা পরিস্থিতিকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করে সরকার এই জনবিরোধী শিক্ষানীতিটিকে চালু করে দিল। এর ছত্রে ছত্রে থেকে গেল গৈরিক ছোপ, যার তাত্ত্বিক ভিত্তি 'বেদবাক্য তাই সত্য'। এমনতরও অভিনব উচ্চমানের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তহবিল আসবে সরকারি, বেসরকারি, এমনকি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের' কাছ থেকেও।"

আবুটার বিবৃতিতে অভিযোগ, "এই শিক্ষানীতি কার্যত ওয়ার্ল ব্যাঙ্ক, ডবলুটিও, আইএমএফ-এর মত আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত পথে উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বানিজ্যিকীকরণের রাষ্ট্রীয় বাইবেল। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে একটি নিখুঁত 'মার্কেট মডেল'। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বেসরকারীকরণ ও বানিজ্যিকীকরণই হয়ে গেল সরকারি শিক্ষানীতি। সাধারণ মানুষের করের টাকায় তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল এ-দেশের বিদ্যমান সরকার পোষিত শিক্ষা ব্যবস্থা। তাকে ধ্বংস করে বেসরকারিকরণ ও বানিজ্যিকীকরণের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছে ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন, একাডেমিক স্বাধীনতা নিদারুণভাবে খর্ব করা হবে। সরকারি আর্থিক অনুদান ক্রমাগত ছাঁটাই করে সার্বজনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রুগ্ন করে দেওয়া হবে।" গৌতমবাবু জানান, "সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটির খোলনলচে আমূল বদলে দিল কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিতভাবে। এর উদ্দেশ্যবিশ্ব বাজারের সর্বোচ্চে মুনাফার স্বার্থে শিক্ষার অবাধ বেসরকারিকরণ ও বানিজ্যিকীকরণ, এবং সেই অভিসন্ধিতে একদিকে মগজ ধোলাই চিন্তার গণ-গৈরিকীকরণ, আর অন্যদিকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

বিধি মেনেই সংক্ষিপ্তভাবে ঈদের নামাজ ও কুরবানী করার জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা দাবী করা হয়েছে।

এদিকে, মসজিদ কমিটির তরফ থেকে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান রাখা হযেছে, সংক্ষিপ্তভাবে ঈদের নামাজ ও কুরবানি করার। ঈদের নামাজের পর পরস্পরে আলিঙ্গন করা থেকে বিরত থাকার। নামাজের পর ঈদগাহে কোন প্রকার অনুষ্ঠান না করার। নিজ নিজ কুরবানী নিজের বাড়ীতেই করবেন। প্রতিবেশীর যাতে কোনও প্রকার সমস্যা না হয় তা খেয়াল রাখার। সর্বোপরি রাজ্য সরকারের প্রশাসনকে সার্বিক ভাবে সহায্য করাা। বুধবার এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন মসজিদ কমিটির সচিব জালাল আহমেদ।

লকডাউনের তৃতীয় দিনে বাইকে করে কলকাতা পৌঁছালো ক্যান্সার আক্রান্ত

কলকাতা,২৯ জুলাই (হি. স.) : বুধবার রাজ্যজুড়ে সাপ্তাহিক লকডাউনের তৃতীয় দিন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে কড়া নাকা চেকিং। এরই মাঝে এদিন বাগনান থেকে তিনজন মিলে বাইকে করে কলকাতা পৌঁছালো ক্যান্সার আক্রান্ত।

ক্যান্সার আক্রান্তের পরিবারের তরফে দাবি, তাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে আসার ক্ষমতা নেই। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই বাইকে করে বাগনান থেকে কলকাতা আসতে হয়েছে তাদের। কারণ এদিন কেমোর ডেট রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

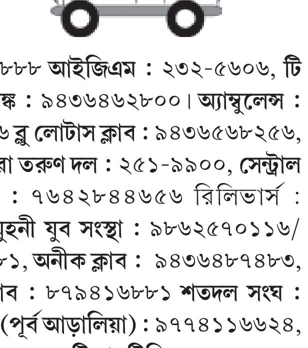

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে ৫+ ৩ +৩+ ৪। অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আরও তিন বছর যোগ করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম তিন বছর প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। এই প্রি-প্রাইমারি স্তরের জন্য সারা দেশে একটি অ্যাকটিভিটি ও লার্নিং বেসড শিক্ষানীতি তৈরি হবে। তার জন্য জাতীয় শিক্ষা মিশন গঠিত হবে। অর্থাৎ মূল যে ১০+২ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তা পাল্টায়নি। তবে পরিবর্তন হয়েছে পাঠদানের পদ্ধতিতে এবং কিছু ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের ধরনে। শিক্ষাসচিব জানিয়েছেন, প্রাক প্রাথমিকের পরের তিন বছর অর্থাৎ প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত দেওয়া হবে সাক্ষরতা ও অক্ষরজ্ঞানের পাঠ। মধ্যম স্কুলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয়ভিত্তিক আলাদা করে পড়ানো হবে। তার পর নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত একই গোত্রে নিয়ে আসা হয়েছে। মোট আটটি সিমেস্টারে ভাগ করে পড়ানো হবে। ফলে কার্যত দশম শ্রেণির পরীক্ষার গুরুত্ব অনেকটাই কমে যাচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্ব কমানোর কথা বলা হয়েছে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

তবে স্কুল শিক্ষায় বড় পরিবর্তন আসছে বর্তমানের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠদানের পদ্ধতিতে। এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় দশম স্তর পাশ করার পর বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য এই তিন বিভাগে ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু নতুন শিক্ষা নীতিতে এই বিভাগগুলি উঠে যাবে। উদাহরণ দিয়ে স্কুলশিক্ষা সচিব বলেছেন, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সঙ্গে বেকারি শিখতে পারে, কিংবা রসায়নবিদ্যার সঙ্গে ফ্যাশন টেকনোলজি পড়তে পারে। একই সঙ্গে সব বিষয় পড়ানো হবে। তার মধ্যে এমনকি সঙ্গীত, খেলাধূলার মতো বিষয়ও থাকবে। এ ছাড়া ভোকেশনাল বিষয় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই শেখানো হবে। এ ছাড়া মূল্যায়ন বিধিতেও কিছু রদবদল হবে। রিপোর্ট কার্ডে পড়ুয়া নিজে, সহপাঠীরা এবং শিক্ষকরা মূল্যায়ন করবেন।

উচ্চশিক্ষাতেও বড়সড় কয়েকটি রদবদলের কথা বলা হয়েছে নয়া শিক্ষানীতিতে। তার মধ্যে অন্যতম মাল্টিপল এনট্রি অ্যান্ড এক্সিট সিস্টেম চালু করা। অর্থাৎ পড়াশোনার মাঝে কোনও পড়ুয়া কোনও কারণে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার পরে চাইলে আবার সেখান থেকে শুরু করতে পারবেন। সাংবাদিক বৈঠকে উচ্চশিক্ষা সচিব জানিয়েছেন, ব্যবস্থা এমন হবে যে প্রথম এক বছর সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেট কোর্স, দু'বছরে ডিপ্লোমা এবং চার বছরে ডিগ্রি দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ এক বছর সম্পূর্ণ করার পর ছেড়ে দিয়ে আবার ভবিষ্যতে পড়তে চাইলে ওই প্রথম বছর আর পড়তে হবে না। দ্বিতীয় বছর থেকে শুরু করতে পারবেন। সিমেস্টার ভিত্তিক পঠনপাঠনেও একই নিয়ম কার্যকর করা হবে। তবে সেই গ্যাপ নির্দিষ্ট সময়ের বেশি হবে না।

আরও একটি বদল এসেছে স্নাতকোত্তর ব্যবস্থায়। সেখানে কেউ গবেষণা করতে চাইলে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স করতে পারেন। তিন বছর স্নাতকস্তর এবং এক বছর স্নাতকোত্তর পড়ার পরে সরাসরি পিএইচডি করতে পারবেন। এম ফিল করার প্রয়োজন পড়বে না। এ ছাড়া উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্কুলের মতোই 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এডুকেশন' চালু হচ্ছে। তাতে থাকছে 'মেজর ও মাইনর' ব্যবস্থা। অর্থাৎ মূল বিষয়ের সহযোগী বিষয়গুলির পাশাপাশি সঙ্গীত, চিত্রকলার মতো বিষয়ও পড়তে পারবেন।

নয়া শিক্ষানীতিতে আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন-এর ধাঁচে গঠন করা হচ্ছে ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অনুদানের জন্য এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। তবে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের এই সংস্থার পার্থক্য হচ্ছে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় নিয়ন্ত্রক হিসেবে ইউজিসি, এআইসিটিই এবং ন্যাশনাল কনসার্ন ফর টিচার এডুকেশন এই তিনটি সংস্থা রয়েছে। নয়া নীতিতে একটিই নিয়ন্ত্রক সংস্থা থাকবে। কলেজগুলির ক্ষেত্রে আরও স্বায়ত্তশাসন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে নতুন নীতিতে। কলেজের গ্রেড অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। ফিজ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা রয়েছে নয়া ব্যবস্থায়। পুরো ব্যবস্থাপনাই চলবে 'অনলাইন সেল্ফ ডিসক্লোজার' ভিত্তিক।

বাবা ও ছেলের

পাচের পাতার পর

ইট সরিয়ে তাদের দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা। প্রথমে আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় দুবরাজপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চিকিৎসক সৌরভবাবুকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। এবং ছেলেটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সিউড়ি নিয়ে আসার পথেই মৃত্যু হয় অনিকের।

স্থানীয় বাসিন্দা রবি দাস ঘোষ, অনিক চক্রবর্তীরা বলেন, "প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছিল হঠাৎ খুব জোড়ে আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখি পাঁচিলটি ভেঙে পরেছে। আর চাপা পরে রয়েছেন সৌরভ ও তার ছেলে। পাড়ার লোকজন মিলে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুজনেই মারা গিয়েছে"। ওই মন্দিরের সন্ন্যাসী স্বামী সত্যশিবানন্দ বলেন, "এহেন দুর্ঘটনায় আমরা ব্যাথিত। কোন কিছু বলার ভাষা নেই। দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এদিন সকালেই আমরা পাঁচিলের বাকি অংশ ভেঙে ফেলেছি"।

সমন্বয় কমিটির

পাচের পাতার পর

মাসিক লকডাউন ভাতা, ২০০ দিনের কাজ ও সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরী দেওয়ার দাবী তুলে ধরা হবে। ইতিপূর্বেই এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার পঃ বঙ্গ কৃষিবিপনন আইন সংশোধনী বিল পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকেই অনুসরণ করছে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হবে।

বৈঠকে গ্রামীণ ভারতে করোনা সংক্রমনের অনুপ্রবেশ এবং তাকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির গুরুত্ব না দেওয়ার প্রশ্নে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সংক্রমনের উৎস সন্ধান,ব্যাপক পরীক্ষা এবং হাসপাতালে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচন্ড দূরবস্থা চলছে। এর ফলে কৃষক ও গ্রামীণ মজুরদের করোনা সংক্রমন নিয়ে এক আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। করোনা চিকিৎসা ও সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সার্বিক সরকারী পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দাবী বৈঠক থেকে তুলে ধরা হয়।

বৈঠকে আলোচিত হয়, এ রাজ্যে আমপান ঘূর্নিঝড় কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের জীবন জীবিকাকে বিরাট এক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ত্রাণ ও পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চরম ব্যর্থ। এ রাজ্যের শাসক তৃণমূলের মদতে ত্রাণ নিয়ে চলেছে সীমাহীণ দুর্নীতি দলবাজী। এই পরিস্থিতিতে দাবী করা হচ্ছে, সুপার সাইক্লোন আমফানকে জাতীয় বিপর্যয় রূপে ঘোষণা করতে হবে। দ্রুত ও যথাযথ ত্রাণ ও পূনর্বাসন প্যাকেজের ব্যবস্থা করতে হবে। ভাগ ও চুক্তি চাষীরা যাতে সমস্ত রকম সরকারী সুবিধা পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে নয়া মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ বিভিন্ন মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলির ঋণফাঁদ থেকে গ্রামীণ গরীবদের মুক্তির দাবীতে এবং লকডাউন সংকটকালে বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণের সূদ আদায় বন্ধ রাখা ও চড়া হারে সূদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু করার দাবীতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে এ.আই.কে.এস.সি.সি সমর্থন করে। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এ.আই.কে.এস.সি.সি-র সর্বভারতীয় নেতা বি এম সিং, হান্নান মোল্লা, অভীক সাহা। রাজ্য আহ্বায়ক অমল হালদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কার্তিক পাল ও অন্তর্ভূক্ত কৃষক সংগঠনগুলির পক্ষে এ রাজ্যের কৃষক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

প্রজাতির হাড়গিলা

তিনের পাতার পর

ডাক্তার রাঘবেন্দ্র শর্মা আঘাতপ্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য এই পাখিটির চিকিৎসা করেছেন।

সুস্থ হওয়ার পর হাড়গিলাটিকে কাজিরঙার ষষ্ঠ সংযোজনের অধীনে লাহরিজানের জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

ভাঙে বুধবার। সকাল সাড়ে সাতটায় প্রাত:রাশ দেওয়ার কথা। কিন্তু সাড়ে নয়টা বেজে গেলে ও দেখা নেই প্রাত:রাশের।

ফলে রোগীদের ক্ষোভ এক সময় চরমে ওঠে। ওরা সবাই যার যার কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দার এসে বিক্ষোভ দেখা তে শুরু করেন। চীৎকার চেঁচামেচিতে আই টি আই কমপ্লেক্সের কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্র সরগরম হয়ে উঠে। নারী পুরুষ সবাই সম্মিলিত বিক্ষোভে সামিল হন। চিকিৎসা কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোনাতলায় কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে ছুটে আসেন। তাদের কাছে চিকিৎসাধীন রোগীরা অভিযোগ করতে থাকেন যে, চিকিৎসক থাকেন না। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতার পরিবেশে থাকা দায়। ভালো ভাবে সেনিটাইজ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা দূরের কথা, কক্ষ গুলোতে ঠিক মতো ঝাড়ুর পোছ ও পড়ে না।সকালে জল মিলে না। ভোর থেকে বারবার জলের জন্য অনুনয় বিনয় করে ও জল পাওয়া যায় না। স্নান ঘরে নোংরা অবস্থা। সেখানে জল জমে দুর্গন্ধ। খাওয়ার অযোগ্য নিম্নমানের খাদ্য দেওয়ার অভিযোগ করেন রোগীরা। বলেন, দুবেলা টিফিন হিসেবে যা দেওয়া হচ্ছে, তা মুখে দেওয়ার যোগ্য নয়। একটা আঙুলের থেকে ও ছোট আকারের কলা দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য ফলের পরিমাণ ও সেরকম ই। ব্লেড দিয়ে ফল কেটে দেওয়া হয়। পাউরুটি পুরানো ও পচা। দুপুরে ও রাতে যে খাবার দেওয়া হয়, তা ও অত্যন্ত নিম্নমানের ও খাওয়ার অযোগ্য। যা অরুচিকর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুপযোগী বলে অভিযোগ। মাছ দেওয়া ই হয় না। মাংস এখন পর্যন্ত একদিন দেওয়া হয়েছে। ডিম যা দেওয়া হচ্ছে, সেই ডিম ও অনেক সময় ভালো মানের হয় না। পানীয় জলের মান ও ভালো নয়। সব্জি যা রান্না করা হয়, সব্জি ও খাওয়ার অযোগ্য ও বাজারের কয়েক দিনের অবিক্রীত সব্জি ই রান্না করা হয় বলে রোগীদের অভিযোগ। ৩৮০ টাকা যেখানে রোগীর জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ, সেখানে কেন এত নিম্নমানের খাদ্য, টিফিন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ? প্রশ্ন উঠেছে এরকম। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে যে, পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের পদে থাকা জনৈক শাসকদলীয় নেতার ভাইপোর পরিচালনাধীন এক সরকারী রেস্ট হাউস থেকে কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে খাদ্য ও টিফিন সরবরাহ করা হয়। আধিকারিকেরা রোগীদের সব অভিযোগ শুনে এসব কিছু খতিয়ে দেখা ও উন্নত মানের পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিলে রোগীরা শান্ত হয় ও বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন।

কারফিউ

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রেও মাস্ক পরার মতো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। এর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২১শে জুলাই জারি করা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে স্কুল, কলেজ এবং কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলি ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। 'বন্দে ভারত' মিশনের আওতায় সীমিত পদ্ধতিতে যাত্রীদের আন্তর্জাতিক বিমানে ভ্রমণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ক্রমপর্যায়ে তা আরও বাড়ানো হবে।

এদিকে, নিম্নলিখিত ব্যতীত কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে সমস্ত কাজকর্মে অনুমতি দেওয়া হবে সেগুলি হল, মেট্রো রেল, সিনেমা হল, স্যুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক, থিয়েটার, বার, অডিটোরিয়াম, অ্যাসেমব্লি হল ও অনুরূপ স্থান,সামাজিক / রাজনৈতিক / খেলাধূলা / বিনোদন / শিক্ষামূলক / সাংস্কৃতিক / ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বড় ধরনের জমায়েত

পরিস্থিতির ওপর বিচার করে এগুলি খোলার তারিখ আলাদা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কন্টেনমেন্ট জোনে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত কঠোরভাবে লকডাউন বলবৎ থাকবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা বিবেচনার পরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সাবধানতার সঙ্গে কন্টেনমেন্ট জোতগুলির সীমা নির্ধারণ করবে। নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলির মধ্যে কঠোরভাবে বিধিনিষেধ বজায় রাখা হবে এবং কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হবে।এই কন্টেনমেন্ট জোনগুলি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জেলা কালেক্টরেটের ওয়েবসাইটে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এই তথ্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের সঙ্গেও ভাগ করে নেবে।

কন্টেনমেন্ট জোনগুলির কার্যকলাপ কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ। এই অঞ্চলগুলিতে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পর্কিত নির্দেশিকা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক কন্টেনমেন্ট জোনগুলির সঠিক চিত্রায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর নজরদারি করবে।কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে কাজকর্মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে রাজ্যগুলি

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পরিস্থিতি মূল্যায়নের ভিত্তিতে কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে কাজকর্ম নিষিদ্ধ করতে পারে বা প্রয়োজন অনুসারে এই ধরনের কাজের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে। তবে, কোন ব্যক্তি বা পণ্যসামগ্রীর আন্তঃরাজ্য এবং রাজ্যের মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ থাকবে না। এই ধরনের যাতায়াতে কোন পৃথক অনুমতি / অনুমোদন / ই-পারমিটের প্রয়োজন হবে না।

কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য জাতীয় নির্দেশিকা হচ্ছে, সামাজিক দূরত্ববিধি সুনিশ্চিত করা সহ কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য জাতীয় নির্দেশিকাগুলি অব্যাহত থাকছে। দোকানগুলিতে গ্রাহকদের মধ্যে পর্যাপ্ত শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই জাতীয় নির্দেশিকা বাস্তবায়নের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবে.।দুর্বল ব্যক্তি যেমন, ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি, অন্যান্য উপসর্গ রয়েছে এমন ধরনের ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের সুরক্ষার কারণে প্রয়োজন ব্যতীত বা স্বাস্থ্য জনিত কারণ ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আরোগ্য সেতু মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারে আরও বেশি উৎসাহ দিতে হবে।

বাধা

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্য আধিকারিকরা। সকলে মিলে গ্রামবাসীকে বোঝানোর পরও সার্ভে টিমকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেয়নি এলাকাবাসী। পরবর্তী সময় সার্ভে টিম ও প্রসাশনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থল থেকে সরে আসল গ্রামবাসীরা নিজ নিজ ঘর চলে যান।

এদিকে রাজ্য সরকারের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ জেলায় দুটি জায়গায় ৬০-৬৫ জন বাধা দিয়েছেন। তাছাড়া খোয়াইয়ের পাঁচটি জায়গায় একশ-দুইশ লোক, গোমতী জেলার ৬-৭টি জায়গায় ১৬০-১৭০ জন লোক, ধলাই জেলায় ৬-৭টি জায়গায় ২০০-২৫০ লোক এবং উত্তর জেলায় একটি জায়গায় কিছু লোক করোনা সমীক্ষায় বাধা দিয়েছেন।

১৩৭১ জন

তিনের পাতার পর

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, তাঁর টুইট আপডেটে।

মন্ত্রী পৃথক এক টুইটে জানান, গতকাল রাত পর্যন্ত ১,২১৬ জন রোগীকে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ছুটি দেওয়া হয়েছে মোট ২৬,৬১৮ জনকে। সুস্থের হার বেড়ে হয়েছে ৭৬.২ শতাংশ। তবে এখনও সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৮,২৩৮ জন। তবে নতুন ১,৩৭১ জনকে নিয়ে রাজ্যে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪,৯৪৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ৮৮ জনের।

বেড়ে ২৯,১৭৫

আটের পাতার পর

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১, ০৬৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৯, ১৭৫। রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে আরও ৫ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা ১৫৯-এ পৌঁছেছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক গঞ্জাম জেলায়, সেখানে আক্রান্ত ২৪৫, খুরদায় ১৯৪ জন, সুন্দরগড়ে ১১২ জন সংক্রমিত, কটকে ৬১ জন, গজপতিতে ৮৮ জন আক্রান্ত এবং কোরাপুটে আক্রান্ত ৬৬ জন। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১০,৯১৯ এবং সুস্থ হয়েছেন ১৮,০৬১ জন।

যুদ্ধবিমান

● প্রথম পাতার পর

ঘাঁটি সংলগ্ন ধুলকোট, বলদেব নগর, গরনালা এবং পঞ্জখোরা গ্রামেও ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাদে উঠতে নিষেধ করা হয় গ্রামবাসীদের।

২০০৭ সালে ইউপিএ সরকারের আমলেই ফ্রান্সের দাসোঁ এভিয়েশনের কাছ থেকে ১২৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দাসোঁর সঙ্গে নতুন করে চুক্তি হয় ভারতের। ঠিক হয় তাদের কাছ থেকে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা হবে। সেই বাবদ ৫৯ হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মোদী সরকারের সেই চুক্তি নিয়ে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। এমনকি, সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত লড়াই চলেছে। কিন্তু সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ভারতে এসে পৌঁছল প্রতীক্ষিত রাফাল যুদ্ধবিমান।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, রাফাল হাতে পাওয়ার পর ভারতীয় বায়ুসেনার ক্ষমতা ও শক্তি অনেকটাই বেড়ে যাবে। দুই ইঞ্জিনের মিডিয়াম মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট গোত্রের এই যুদ্ধবিমানে রয়েছে এমন সব অত্যাধুনিক ক্ষমতা ও প্রযুক্তি যাতে শত্রুপক্ষকে সহজেই টেক্কা দেওয়া যায়। নিশানায় যেমন নিখুঁত ও দ্রুত, তেমনই একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করতে পারবে।

ফরাসি এই যুদ্ধবিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ২২২২ কিলোমিটার। ৫০ হাজার ফিট পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে। তবে স্বচ্ছন্দে উড়তে পারে মাটি থেকে ৩৭০০ কিলোমিটার উপরে। মাঝ আকাশেই জ্বালানি ভর্তি করার ব্যবস্থাও রয়েছে। যে কোনও আবহাওয়ায় সমান স্বচ্ছন্দ রাফাল যুদ্ধবিমান। যুদ্ধবিমানগুলির দৈর্ঘ্য ১৫.২৭ মিটার। প্রতিটি ডানার দৈর্ঘ্য ১০.৮ মিটার। সুখোইয়ের চেয়েও বেশি ওজন বহন করতে পারে রাফাল। সুখোইয়ের বহন ক্ষমতা ৮০০০ কিলোগ্রাম। রাফাল সেখানে ৯৫০০ কেজি ওজন নিয়ে উড়তে সক্ষম।

রাফাল যুদ্ধবিমান পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম। শুধু তাই নয়, প্রায় সব ধরনের অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র বহন করে উড়তে পারে এবং নিখুঁত নিশানায় হামলা চালাতে পারে। নেক্সট জেন প্রযুক্তির আকাশ থেকে আকাশ মাইকা, দূরপাল্লার আকাশ থেকে আকাশ মেটিওর, দূরপাল্লার স্কাল্প, যুদ্ধজাহাজ বিধ্বংসী এএম ৩৯ এক্সোসেট-এর মতো ক্ষেপণাস্ত্র বহন করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে রাফাল যুদ্ধবিমান। স্কাল্প ক্ষেপণাস্ত্র স্থির লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। আর মাইকা ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের অদৃশ্য বস্তুতেও হামলা চালানো যায়।

মাটিতে দু'পক্ষের যুদ্ধের সময় পদাতিক বাহিনীকে আকাশপথে সুরক্ষা দেওয়া অন্যতম সমরকৌশল। এতে এক দিকে যেমন সেনার মনোবল বাড়ে, তেমনই চাপমুক্ত হয়ে প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালাতে পারে। সামরিক পরিভাষায় একে বলা হয় গ্রাউন্ড সাপোর্ট। দুই পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধের সময় মাটির কাছাকাছি এসে শত্রুপক্ষের উপর হামলা চালাতে যে রাফাল পারদর্শী, তার প্রমাণও মিলেছে ইতিমধ্যেই। শত্রুপক্ষের রেডার জ্যাম করতে পারে রাফাল যুদ্ধবিমান। জল, স্থল হোক বা আকাশ তিন ক্ষেত্রেই শত্রুপক্ষকে চিহ্নিত করতে পারে এবং নিখুঁত নিশানায় আঘাত করতে পারে।

পাঁচ দিন

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে, ১ লক্ষের কাছাকাছি ছোট দোকানিদের ভর্তুকি সহ ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করার যোজনা। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে নতুন দুয়ার খুলবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই লকডাউনের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ১২ হাজার কর্মী, ৭১১ টি সেন্টারে এন্টিজেন টেষ্টের কাজ করছে। তিনি বলেন, কিছু কিছু জায়গায় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে কয়েকটি জনজাতি অঞ্চলে যে, স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা নিয়ে আসছে। এগুলি বিভ্রান্তিকর আপনারা সবাই মিলে তার মোকাবিলা করুন।

আসন্ন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে শ্রী দেব বলেন, আমরা লকডাউন এর কারণে ১ লা বৈশাখ, খার্চি পূজা, রথযাত্রা, ঈদ উদযাপন করতে পারিনি। কিন্তু আমরা সিম্বলিক ভাবে সেগুলি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পালন করেছি। আগামীদিনে আমাদের মুসলিম ভাইদের বড় উৎসব ঈদ উৎসব রয়েছে। আমি অনুরোধ করব মসজিদে যান, কিন্তু ৫ জনের বেশি যাবেন না ও সরকারের নীতি নির্দেশিকা মেনে উৎসব পালন করবেন। বিগত দিনের মত এবারও আপনারা সরকারের নিয়ম নীতি মেনে সুন্দরভাবে পালন করবেন। পাশাপাশি মনসা পূজো, রাখিবন্ধন উৎসব। এই উৎসবগুলিকে আমরা বিগত দিনে যেভাবে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ত্যাগ করেছি সেভাবেই আজকের দিনে আমি আশাকরি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী সেই দিশাতেই কাজ করবে।

করোনার কারণে মৃত ২১ জনের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সিপাহী জলা, যেখানে পজিটিভ কেইস বেশি এসেছিলো, সেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জেলা শাসক এবং এস পি সহ প্রত্যেকে কোভিড সেন্টারে গিয়েছেন। অনেক বাধা প্রদান করা সত্ত্বেও তারা তাদের কাজ করে গেছেন। 'তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের সেবা করে গেছেন এবং আক্রান্ত হয়েছেন। আমি তাদের পরিবারকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব তারা সকলে যেন অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন। একই সঙ্গে এই মহামারীতে যারাই সামনের সামনের সারিতে কাজ করছেন তাদের ফের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সকল রাজনৈতিক দলের কাছেও আবেদন করেন, সরকারের যে সার্ভে হচ্ছে তাতে সহযোগীতা করুন আর আমাদের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি যেন না হয়।এই সময়ে আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করব।

১,২৯২ জনের

আটের পাতার পর

এই তিনটি জনবহুল স্টেটে মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক, এই তিনটি স্টেট মিলিয়ে মঙ্গলবার সারা দিনে মৃত্যু হয়েছে ৫৮৪ জনের। মে মাসের পর এই প্রথম দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১,৩০০-র কাছাকাছি পৌঁছেছে।

অনিশ্চিত ১৩৮ পড়ুয়ার

আটের পাতার পর

থেকেছে।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ২০০৭ সালের পর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য পড়ার ক্ষেত্রে নয়; ইতিহাস,ভুগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অলচিকি লিপির ব্যবহার শুরু হয়েছিল বিদ্যালয় স্তরে যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু বর্তমানে সাঁওতালি মাধ্যমে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে কারণ অলচিকি লিপিতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নেই এই মুহূর্তে।আশা করি সংশ্লিষ্ট সরকার এবিষয়ে নজর দেবেন।নইলে সাঁওতালি ভাষাতে পঠনপাঠন যে তিমিরে ছিল; রয়ে যাবে সেই তিমিরেই।

আদিবাসী পড়ুয়াদের এই দুর্ভোগের কথা জানতে পেরে অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুটা তরফ থেকে কেশব ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, খুবই চিন্তার বিষয়।ছোটবেলা থেকে যে ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন করে বড় হয়েছে হঠাৎ করে উচ্চশিক্ষায় সেই ভাষা না থাকলে অসুবিধা হবে পড়ুয়াদের। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল আগে থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে যখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তখন এটা জানা কথাই যে কলেজে এই ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের প্রয়োজন। আগে থেকে সদর্থক প্রস্তাব গ্রহণ করলে এই জটিলতা সৃষ্টি হতো না। সংগঠন বিষয়টি নিয়ে আগামীদিনের ভাবনা চিন্তা করবে।উল্লেখ করা যেতে পারে সাঁওতালি ভাষা প্রাচীন অস্ট্রিক ভাষা বংশের মধ্যে অন্যতম ভাষা।ভারতের প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে এই সংখ্যাটি হল ২০ লক্ষ ৪৩ হাজার। ১৯২৫ সালে পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু এই ভাষাটি লিখিত রূপ অলচিকি লিপি আবিষ্কার করেন।২০০৩ সালে বাইশে ডিসেম্বর, সাঁওতালি ভাষা অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়।ভারতবর্ষীয় ভাষা আধিপত্যবাদের পরম্পরাতে এটি ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত।সাঁওতালি ভাষা অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়।ভারতবর্ষীয় ভাষা আধিপত্যবাদের পরম্পরাতে এটি ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত।

পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ জিততে দেননি আকরাম !

ওয়াসিম আকরামের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ সাবেক সতীর্থ আমির সোহেলের। তাঁর অভিযোগ, ১৯৯২ বিশ্বকাপের পর ২০০৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান যেন বিশ্বকাপ না জেতে, তা নিশ্চিত করেছেন আকরামনব্বইয়ের দশকে দুজনেই ছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বড় তারকা। ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পরে পাকিস্তানের অধিনায়কও হয়েছেন দুজন। এক সঙ্গে খেলেছেন দীর্ঘ দিন। কিন্তু আজ এত বছর পর ওয়াসিম আকরামের বিরুদ্ধে আমির সোহেলের অভিযোগটা চমকে দিতে পারে যেকোনো ক্রিকেটপ্রেমীকেই। সাবেক ওপেনার সোহেল বলেছেন, ১৯৯২ বিশ্বকাপের পর একমাত্র আকরামের কারণেই বিশ্বকাপ জিততে পারেনি পাকিস্তান। পাকিস্তান ক্রিকেটে এই বাঁ হাতি ফাস্ট বোলারের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, ৯২ এর পর প্রতিটি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতা নিশ্চিত করা।

একটা সময় সাঈদ আনোয়ারের সঙ্গে আমির সোহেলের ওপেনিং জুটি সমীহ জাগিয়েছিল ক্রিকেট দুনিয়ায়। দুই বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান ইনিংসের শুরু থেকেই হন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন প্রতিপক্ষের জন্য। সাবেক এই ব্যাটসম্যান মনে করেন, ১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়ের পর ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বিশ্বকাপেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ছিল পাকিস্তানের জন্য। সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্টই। কিন্তু পাকিস্তান তা জিততে পারেনি। এজন্য তিনি আকরামকেই দায়ী করেন, ”দেখুন পাকিস্তান ক্রিকেটে ওয়াসিম আকরামের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ১৯৯২ সালের পর বিশ্বকাপ না জেতাটা নিশ্চিত করা। প্রতিটি বিশ্বকাপের আগেই মোটামুটি সফল একজন অধিনায়ককে বদলে আকরামকে অধিনায়ক করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত নিরপক্ষেভাবে।”

নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সোহেল বলেন, ”দেখবেন প্রতিটি বিশ্বকাপের আগেই কোনো না কোনোভাবে ওয়াসিম আকরামকে অধিনায়ক করা হয়েছে। বিরানব্বইয়ের বিশ্বকাপের এক বছর পর রমিজ রাজা অধিনায়ক হয়েছিলেন। এরপর সেলিম মালিক।

কিন্তু কোনো কারণে তারা সাফল্য পেলেও ১৯৯৬ বিশ্বকাপে ওয়াসিম আকরামকে অধিনায়ক করা হয়েছে। সেবার সে একটু সিরিয়াস হলে আমরা বিশ্বকাপ জিততাম। আমার মনে হয় বিশ্বকাপের আগে দিয়ে নির্দিষ্ট কারণেই নাটক করে অধিনায়ক বদল করা হয়েছে। এটা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।”

পাকিস্তানের হয়ে ৪৭ টেস্ট ও ১৫৬ ওয়ানডে খেলা এই ব্যাটসম্যান অবশ্য এর বেশি কিছু বলতে চাননি।

১৯৯৬ বিশ্বকাপে সোহেল আকরামের ডেপুটি ছিলেন। বেঙ্গালুরুতে কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আকরাম চোটে পড়লে সোহেলই সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সেদিন ভারতীয় পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পরের বলে নিজের উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন সোহেল।

১৯৯৯ বিশ্বকাপে আকরামের নেতৃত্বে পাকিস্তান রানার্সআপ হয়েছিল। ফাইনালে তারা হেরেছিল স্টিভ ওয়াহ, শেন ওয়ার্ন, রিকি পন্টিং, গিলক্রিস্ট, ম্যাকগ্রাদের অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ২০০৩ বিশ্বকাপে আকরাম খেললেও পাকিস্তানের অধিনায়ক ছিলেন ওয়াকার ইউনিস।

একক অনুশীলনে ফিরছেন ফুটবলাররা

সুড়ঙ্গের শেষে আলো দেখতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। জেগেছে থমকে থাকা লিগ শুরুর সম্ভাবনা। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির একটু উন্নতির মাঝে ইউরোপের কয়েকটি দেশে ফুটবল ক্লাবগুলোর মিলেছে অনুশীলনে ফেরার অনুমতি।

বুন্ডেসলিগার ফুটবলাররা আগে থেকেই অনুশীলন করছেন। অনুশীলন শুরুর সম্ভাবনা দেখে যুক্তরাজ্যের বাইরে থাকা ফুটবলারদের ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল চেলসি।

আপাতত একক অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছেন স্পেনের লা লিগা ও ইতালির সেরি আর ফুটবলাররা।

আগামী বুধবার করোনাভাইরাস পরীক্ষা হতে পারে বার্সেলোনা ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মূল দলের ফুটবলারদের। সব ঠিক থাকলে পরীক্ষার ফল পাওয়া সাপেক্ষে শুক্রবার অনুশীলন শুরু করতে পারেন আতলেতিকোর খেলোয়াড়রা।

পরীক্ষার ফল জানার পর ক্লাব ফিজিওর তত্ত্বাবধানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলনে ফিরতে পারেন বার্সেলোনার ফুটবলাররা। এখনও অবশ্য কোনো দিনক্ষণ জানায়নি তারা। স্পেনের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়েছে, ১১ মে শুরু হতে পারে তাদের অনুশীলন।

অনুশীলনের নির্দেশনা আগেই ক্লাবগুলোকে দিয়েছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ। চার ধাপে অনুশীলন চলবে, এতে সময় লাগবে এক মাসের মতো। এই পর্যায় সম্পন্ন হওয়ার পর আবার খেলায় ফিরতে পারেন ফুটবলাররা।

কবে ফুটবল শুরু হবে, এ নিয়ে স্পেন সরকার কিছু বলবে না। দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেস জানিয়েছেন, পেশাদার খেলা শুরু হওয়ার সময় নির্ধারণ করবে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন।

ইতালির শীর্ষ লিগের দল সাস্সুয়োলো, রোমা, স্পাল, বোলোনিয়া ও পার্মা আগামী সপ্তাহে অনুশীলন শুরু করার কথা জানিয়েছে।

তারকা ফরোয়ার্ড ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো এখনও ইতালিতে ফেরেননি। লকডাউন শুরুর আগে থেকেই নিজ দেশ পর্তুগালে আছে ইউভেন্তুসের এই ফরোয়ার্ড।

রোনালদোর কারণেই অবসরে গিয়েছিলেন ফার্গুসন

প্যাট্রিস এভরা জানালেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে ইউনাইটেডে ফেরাতে না পেরেই নাকি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনবয়স হয়ে গেছে, পরিবারকে সময় দিতে চান২০১৩ সালে অবসর নিতে গিয়ে এ সবকেই কারণ দেখিয়েছিলেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইতিহাসের সবচেয়ে সফল কোচের হঠাৎ অবসরের সিদ্ধান্তে সে সময়ে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই।সেই অবাক হওয়াদের দলে ছিলেন প্যাট্রিস এভরাও।ইউনাইটেডের সাবেক ডিফেন্ডার সেই এভরা এবার জানালেন স্যার ফার্গুসনের হঠাৎ অবসরের নেপথ্য কাহিনী। ফরাসি ডিফেন্ডারের মতে ফার্গুসনের হঠাৎ কোচিং ছাড়ার পেছনে সাবেক শিষ্য ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বড় দায় আছে!কীভাবে? রোনালদো তো তখন মাঠ মাতাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। তিনি কীভাবে অনুঘটক হলেন গুরুর অবসরের সিদ্ধান্তে? এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর দিয়েছেন এভরা।

ইউনাইটেডের দীর্ঘ দিনের সঙ্গী এভরা জানালেন ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার মতো একটি দল গড়তে চেয়েছিলেন ফার্গুসন। সেটি করতে তিনি চেয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আবারও দলে টানতে। সিআর সেভেন ছাড়াও সে সময়ে টটেনহামে খেলা গ্যারেথ বেলকেও ইউনাইটেডে আনতে চেয়েছিলেন ফার্গুসন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এ দুজনকে পেলেই ইউনাইটেড আবার ইউরোপীয়ান পরাশক্তি হয়ে যাবে।

এভরার মতে ওই প্রকল্প ব্যর্থ হওয়াতে দু সপ্তাহের মাথাতেই অবসরের ঘোষণা দিয়ে দেন ফার্গুসন। এভরাকে নাকি এর আগে ফার্গুসন জানিয়েছিলেন খুব শীগগিরই অবসর নেওয়ার কোনো চিন্তাভাবনা নেই তাঁরা।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের ইউটিডি পডকাস্টে সাবেক গুরুকে নিয়ে কথা বলেছেন এভরা। সেখানেই জানালেন নতুন কথাগুলো, ”সে সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছিল পরের বছর অবসর নিতে পারেন ফার্গুসন। কিন্তু আমার আমার স্পষ্ট মনে আছে অবসরের দু সপ্তাহে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ””’প্যাট্রিস, আমি কখনোই অবসর নেব না। আমি আরও ১০ বছর এখানে থাকব।”””’

এরপরই নিজের নতুন স্বপ্নের কথা বলেছিলেন ফার্গুসন, ”তিনি এরপর বললেন, ””আমি ৯৯ ভাগ নিশ্চিত ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও গ্যারেথ বেলকে পাচ্ছি আমরা। আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে এ দুজনকে পেলেই চলবে আমার।

গোল্ডেন বুট ভাগ করে নিতে চান এমবাপে

লিগ ওয়ানের এবারের আসরে দুজনের গোল সংখ্যা সমান, কিন্তু গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছে শুধু কিলিয়ান এমবাপেকে। তাই সমান গোল করা মোনাকোর ফরোয়ার্ড বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কারটি ভাগাভাগি করে নিতে চান পিএসজি তারকা এমবাপে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ফরাসি লিগের ২০১৯-২০ মৌসুম মাঝপথে বাতিল হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় পিএসজিকে। এমবাপে ও বেন ইয়েদের করেছেন সমান ১৮ গোল। তবে ওপেন প্লে থেকে এমবাপের গোল বেশি হওয়ায় গত শুক্রবার তাকে পুরস্কারটি দেওয়া হয়। বেন ইয়েদেরের তিনটি গোল ছিল পেনাল্টি থেকে।

অভিনন্দনের জন্য শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান এমবাপে। সেখানেই তার জাতীয় দলের সতীর্থ বেন ইয়েদেরের সঙ্গে পুরস্কার ভাগাভাগি করার ইচ্ছার কথা জানান ফরাসি ফরোয়ার্ড।“আপনাদের সবার বার্তার জন্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয়, বেন ইয়েদেরও পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য। প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে যেমন যৌথভাবে গোল্ডেন বুট দেওয়া হয়েছিল, আমাদেরও তাই করা উচিত।”গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন যৌথভাবে লিভারপুলের দুই ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ ও সাদিও মানে এবং আর্সেনালের ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। তিন জনেরই গোল ছিল ২২টি করে।

এমবাপের এমন ভাবনার কারণে তাকে ধন্যবাদ জানান বেন ইয়েদের, “ধন্যবাদ ভাই, তোমাকে অভিনন্দন... তুমি চাইলে আমরা অদলবদল করতে পারি।”

গত মৌসুমেও ফরাসি লিগে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন এমবাপে। সেবার তিনি করেছিলেন ৩৩ গোল।

সতীর্থদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ওয়ার্ন

ক্যারিয়ারে ছিল নানা বিতর্কিত ঘটনা। কিছু বিষয়কে কখনও পাত্তা দেননি শেন ওয়ার্ন। তবে একটি ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল কিংবদন্তি লেগ স্পিনারকে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে দল থেকে বাদ পড়া মেনে নিতে পারেননি তিনি। সতীর্থদের সামনে ভেঙে পড়েছিলেন কান্নায়।

২০০৩ বিশ্বকাপের আগে মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়েন ওয়ার্ন। হন এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ও জিম্বাবুয়েতে হওয়া সেই আসর শুরুর আগেই দেশে ফিরতে হয় তাকে।

যে মাদকের জন্য ওয়ার্ন নিষিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি নাকি ওজন কমানোর জন্য দিয়েছিলেন তার মা। ওয়ার্ন জানান, ধারণাই ছিল না এটার জন্য নিষিদ্ধ হবেন তিনি।

ফক্স ক্রিকেটের একটি আয়োজনে টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (৭০৮টি) শুনিয়েছেন নিজের সেই দুঃস্মৃতির কথা।

“আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তাই দলকে জানাতেই হতো, যা ছিল খুবই কঠিন। কারণ আমি মাদকবিরোধী, আমি এসব নিতাম না, কখনও ছুঁয়েও দেখিনি।”

“বিশ্বকাপের ঠিক আগ মুহূর্তে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া ছিলতাদের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটানোয় আমার খুবই খারাপ লেগেছে কারণ, আমরা সবাই ওই বিশ্বকাপ জেতার চেষ্টায় ছিলাম। দলের সামনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। খুবই কষ্টকর ছিল।”

‘মেসি-রোনালদোর সিংহাসনে বসবে এমবাপে-নেইমার’

প্রায় এক যুগ ধরে ফুটবল বিশ্বকে শাসন করা লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো এগিয়ে চলেছেন ক্যারিয়ারের শেষ দিকে। সময়ের দুই সেরা ফুটবলারের রেখে যাওয়া আসনে দুই পিএসজি সতীর্থ নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপেকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস আর্সেন ভেঙ্গারের।

রেকর্ড ছয়বার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ৩২ বছর বয়সী মেসি, পাঁচবার ৩৫ বছর বয়সী রোনালদো। আর্সেনালের সাবেক ফরাসি কোচ ভেঙ্গারের মতে, তাদের যুগ প্রায় শেষের দিকে।

টকস্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন ৭০ বছর বয়সী ভেঙ্গার।

“মেসি ও রোনালদোর মত এমন ফুটবলার আমরা দেখিনি, যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে তারা দারুণ সৃজনশীল হতে পারে। তারা এখন ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।”

“এখন পরবর্তী প্রজন্মের সময় এবং তারা সম্ভবত ফ্রেঞ্চ। এই মুহূর্তে, এমবাপে এগিয়ে থাকতে পারে এবং অবশ্যই আমরা নেইমারের সম্পর্কে তো জানিই।”

২৮ বছর বয়সী নেইমার পিএসজির আগে দারুণ সফল সময় কাটান বার্সেলোনায়। এরপর প্যারিসে এসেও পেয়েছেন অনেক সাফল্য। পিএসজির গত তিন মৌসুমের সাফল্যে ব্রাজিলিয়ান তারকার পাশাপাশি সমান অবদান আছে ২১ বছর বয়সী এমবাপেরও।

সেরি আ নিয়ে আলোচনার সময়ই হয়নি এখনও: ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রী

ইতালির লিগ কর্তৃপক্ষ ও ফেডারেশন বন্ধ থাকা ফুটবল মৌসুম শেষ করার ব্যাপারে আশাবাদী হলেও এখনই সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয় দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রনালয়। এ বিষয়ে আলোচনা করার মত পরিস্থিতিই এখনও তৈরি হয়নি বলে মনে করেন ক্রীড়ামন্ত্রী ভিনসেঞ্জো স্পাদাফোরা।

সেরি আর ক্লাবগুলোর খেলোয়াড়দের সোমবার থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে দলীয় পর্যায়ে আগামী ১৮ মের আগে অনুশীলন করা যাবে না।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রভাবে অধিকাংশ দেশে ফুটবল স্থগিত রয়েছে। ইতালিয়ান লিগ বন্ধ আছে গত ৯ মার্চ থেকে।

ক্লাব ও লিগ কর্তৃপক্ষ ফুটবল ফেরাতে উঠেপড়ে লাগলেও পরিস্থিতি এখনও আগের মতই আছে বলে মনে করেন ভিনসেঞ্জো।

“চারপাশে আমি অদ্ভুত কিছু ব্যাপার খেয়াল করছি, অথচ কোনোকিছুই বদলায়নি।”

“চ্যাম্পিয়নশিপ পুনরায় শুরুর ব্যাপারে আপাতত আমরা আলোচনা করছি না।”

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের একটি ফ্রান্সের লিগ ওয়ান বাতিল করা হয়েছে। মৌসুম বাতিল করার দুদিন পর পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে সবার আগে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেছে জার্মানির বুন্ডেসলিগা। কর্তৃপক্ষ আগামী শনিবার থেকে লিগ শুরু করতে চাইলেও দেশটির সবরকারের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে আগামী ১৬ অথবা ২৩ মে প্রতিযোগিতাটি শুরু হতে পারে বলে গণমাধ্যমের খবর।

স্পেনেও লা লিগার দলগুলোর অনুশীলনে ফেরার অনুমতি দিয়েছে দেশটির সরকার। মৌসুমের বাকি অংশ শেষ করার ব্যাপারে তারাও আশাবাদী।

করোনাভাইরাস: আক্রান্ত ব্রাইটনের আরেকজন

ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের আরেক ফুটবলারের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের দলটির তিন জন খেলোয়াড় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলেন।নতুন আক্রান্ত ফুটবলারের নাম জানানো হয়নি। গত শনিবার তার পরীক্ষা করানো হয়েছিল; ফল পজিটিভ আসায় আগামী ১৪ দিন সবার থেকে আলাদা থাকতে হবে তাকে। মহামারীর শুরুর দিকে ক্লাবটির দুইজন খেলোয়াড় আক্রান্ত হয়েছিলেন।এতদিন মাঠেই আলাদাভাবে অনুশীলন করে আসছিলেন ব্রাইটনের ফুটবলাররা। নতুন আক্রান্তের খবরের পরও ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, এভাবে অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারবেন সবাই।গত ১৩ মার্চ থেকে বন্ধ আছে প্রিমিয়ার লিগ। প্রতিটি ক্লাবের এখনও ৯টি করে ম্যাচ বাকি। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে জুনে লিগ মৌসুম চালু করার পরিকল্পনা চলছে।

রিয়ালের লা দেসিমা: ৯৩ মিনিটে রামোসের জাদু

ইতিহাস গড়তে মিনিট দুইয়ের মতো বাকি। লিসবনের স্টেডিয়াম অব লাইটসে চলছিল আতলেতিকো মাদ্রিদ সমর্থকদের গগনবিদারী হুঙ্কার, উৎসবের আয়োজন। মুহূর্তে পাল্টে গেল সব; ডান দিক থেকে লুকা মদ্রিচের কর্নার, দিয়েগো গদিনকে ফাঁকি দিয়ে জায়গা বানিয়ে সের্হিও রামোসের হেড, বল খুঁজে পেল ঠিকানা। ওই গোলেই যেন লেখা হয়ে গিয়েছিল ভাগ্য। অতিরিক্ত সময়ের একপেশে লড়াইয়ে লা দেসিমা জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

২০১৩-১৪ মৌসুমে যেন উড়ছিল আতলেতিকো। বার্সেলোনা-রিয়ালকে পেছনে ফেলে তুলে ধরেছিল লা লিগা শিরোপা, ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমের পর প্রথমবার। অপেক্ষা ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইউরোপ সেরার আসনে বসার।

২৪ মে, ২০১৪-পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের ফাইনালে নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে দারুণ সম্ভাবনাও জাগিয়েছিল তারা। গোলরক্ষক ইকের কাসিয়াসের অমার্জনীয় ভুলে ৩৬তম মিনিটে গোল আদায় করে নেন গদিন। এরপর নিজেদের চিরচেনা ফুটবলে রক্ষণ দুর্গ গড়ে তোলে ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমের পর ফাইনালে খেলা দলটি।

৯০ মিনিট পেরিয়ে ম্যাচ গড়ায় যোগ করা সময়ে। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে কর্নার পায় রিয়াল। এরপরই সেই মদ্রিচ-রামোস জুটির অসাধারণ বোঝাপড়া এবং রিয়ালের পাল্টা হুঙ্কার।

তীরে গিয়ে স্বপ্ন ভাঙার হতাশা যেন পুরোপুরি ঘিরে ধরেছিল দিয়েগো সিমেওনের দলকে। অতিরিক্ত সময়ে কার্লো আনচেলত্তির দলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তারা। একে একে জালে বল পাঠান গ্যারেথ বেল, মার্সেলো ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।

এক যুগের অপেক্ষা শেষে ইউরোপ সেরার মঞ্চে দশম শিরোপা জয়ের উল্লাসে মাতে রিয়াল মাদ্রিদ। রোববার পূর্ণ হলো এর ছয় বছর।

বর্ষপূর্তির দিনে সেদিনের সেই ৯৩তম মিনিটের অভাবনীয় মুহূর্তকে স্মরণ করলেন দুই নায়ক রামোস ও মদ্রিচ। রিয়ালের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকার গর্বিত কণ্ঠে শোনালেন সেই গল্প। রামোসের কাছে সেই রাত এক শব্দে ‘ঐতিহাসিক’।

“ঐতিহাসিক ও জাদুকরী। কারণ, মাদ্রিদ যেন এক জাদুর দুনিয়া, সৌভাগ্যবশত আমরা এর অংশ হতে পেরেছি।”

“লিসবনের কথা স্মরণ করলে প্রথমেই যেটি আমার মনে পড়ে, তা হলো ওই ট্রফি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। অনেক বছরের লড়াইয়ের পর সেই শিরোপা। প্রথমে ফাইনালটি উপভোগ করা ও পরে শিরোপা জেতা। পরিবার, ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং অতগুলো বছরের সব প্রচেষ্টার পর সেই সাফল্য। এটাই ফুটবলের সৌন্দর্য, পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।”

রিয়ালের আজকের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া সেদিন ছিলেন আতলেতিকোর প্রহরী। রামোসের স্মৃতিচারণায় ওঠে তার কথাও।

“সত্যি, হেডটা ছিল চমৎকার। গোলপোস্টে ছিল কোর্তোয়া; ঠিক সময়ে লাফিয়ে ওঠা, বল ও লক্ষ্যের মাঝের দুরত্ব বোঝা এবং বাস্তবায়ন-সবকিছুই হয়েছিল নিখুঁত। মদ্রিচের কর্নার ছিল দুর্দান্ত।”

“আমি পেছনের পোস্টে হেড করেছিলাম। ওখানে অনেকে ছিল এবং খুব সহজেই ব্লকড হতে পারতো। গদিন আমাকে মার্ক করছিল, ওখানে বেল, ক্রিস্তিয়ানোও ছিলপোস্টের দিকে ওরা ছুটতে পারতো এবং বল বাধা পেলে কাজে লাগাতে পারতো। ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক খেলোয়াড়দের অনেক মুভমেন্ট ছিল। তবে গদিন প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময় পায়নি, কারণ আমি ওর সামনে চলে এসেছিলাম। আর ওইটুকই আমাকে নিজের মতো সামনে এগোতে সাহায্য করেছিল, পেনাল্টি স্পটের কাছে আমি অনেকটা অরক্ষিত ছিলাম। ৯৩তম মিনিটের নিখুঁত হেডে ম্যাচে সমতা, যা আমাদের অতিরিক্ত সময়ে নিয়েছিল।”

দ্বিতীয়ার্ধের অধিকাংশ সময় বল ছিল রিয়ালের দখলে। একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছিল তারা, কিন্তু আতলেতিকোর রক্ষণ প্রাচীর ভাঙতে পারছিল না। সমর্থকদের অনেকেই হয়তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন; তবে রিয়াল শিবিরে বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস ছিল মদ্রিচের। ক্রোয়াট এই মিডফিল্ডার নাকি একরকম নিশ্চিত ছিলেন, গোল আসবেই।

“বিশ্বাস ছিল যে আমরা গোল পাব, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমি খুব শান্ত ছিলাম। সের্হিও ভালো জায়গায় ছিল, নিজেকে সে দারুণ পজিশনে নিয়ে আসে এবং যেভাবে সে লাফিয়ে বল জালে পাঠায়, যা ছিল ঐতিহাসিক। অবিশ্বাস্য।”

“ওই মৌসুমে ওইরকম কর্নার আমরা অনেকবার অনুশীলন করেছিলাম।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচেও আমরা অমন গোল করেছিলাম, বায়ার্নের বিপক্ষে এবং লা লিগার কিছু ম্যাচে।

ওই জায়গায় ভালোভাবে বল পাঠানোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা আমি করেছিলাম। এরপর সের্হিও দারুণ ক্ষিপ্রতায় ছুটে গিয়ে নিখুঁতভাবে গোলটি করে।”

সেদিনের ইউরোপ জয়ের পর এক মৌসুম বাদে জিনেদিন জিদানের অধীনে রিয়াল হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ মৌসুমে শিরোপাটি জিতে প্রথম দল হিসেবে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের রেকর্ড গড়ে তারা। যাদের নামের পাশে এখন রেকর্ড ১৩ বার ইউরোপ সেরা হওয়ার কীর্তি।

‘সেভিয়া ডার্বি’ দিয়ে লা লিগা ফেরার সম্ভাবনা

সরকারের অনুমতি মিলেছে, এবার নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও, আগামী ১১ জুন রিয়াল বেতিস-সেভিয়া ম্যাচ দিয়ে লা লিগা মাঠে ফেরানোর আশা করছেন প্রতিযোগিতাটির প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেস গত শনিবার ঘোষণা দেন, আগামী ৮ জুন থেকে লা লিগা ফিরতে পারবে। এবার এলো তেবাসের এই ঘোষণা।

ফেরার দিনে কেবল একটি ম্যাচ হবে। প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে ফুটবল ফেরার দিনে করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে রোববার মুভিস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান তেবাস।

“আশা করি, এই তারিখ নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং ফেরার ম্যাচটি সেভিয়া ডার্বি হলে বেশ হবে। ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় রাত ১০টায়।”

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ছোবলে গত ১২ মার্চ স্থগিত হয়ে যায় লা লিগা। প্রায় দুই মাসের ঘরবন্দি জীবন শেষে গত ৮ মে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলনে ফেরা শুরু করে দলগুলো। গত সপ্তাহ থেকে শুরু হয় সর্বোচ্চ ১০জনের গ্রুপ অনুশীলন।

লিগ ফেরানোর পরিকল্পনায় পরবর্তী ধাপ, স্বাভাবিক দলগত অনুশীলন শুরু করা।

“বর্তমানে এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যদি তা করতে পারি, তাহলে প্রতিযোগিতা ফেরানোর বিষয়টি এগিয়ে নিতে পারব। এখন আমাদের লক্ষ্য, আগামী সপ্তাহে প্রথম চার রাউন্ডের সূচি ঘোষণা করার মতো অবস্থায় পৌঁছানো।”

লা লিগায় এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা।

কোভিড-১৯ মহামারী মারাত্মকভাবে আঘাত হানা দেশগুলোর একটি স্পেন। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৮২ হাজারের বেশি মানুষ, মারা গেছেন ২৮ হাজার ৭৫০ জনের বেশি।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে জার্মানির বুন্ডেসলিগা মাঠে ফিরেছে সবার আগে। দুই মাসেরও বেশি সময় স্থগিত থাকার পর দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে কঠোর নিয়মের মধ্যে গত ১৬ মে শুরু হয়েছে খেলা।

হেরোইনসহ গ্রেপ্তার শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার

সঙ্গে হেরোইন রাখার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার। দেশটির নেগোম্বো শহরের উত্তরপূর্বে পান্নালা অঞ্চলের স্থানীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট তার ১৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

ওই ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত দুই বছরে তিনি শ্রীলঙ্কার হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি এবং সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের বিবেচনাও ছিলেন না। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় কারফিউ জারি হওয়ার আগে দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য খেলেছিলেন তিনি।

গত শনিবার দুই গ্রামের একটু বেশি হেরোইনসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সোমবার ইএসপিএনক্রিকনফোকে নিশ্চিত করেন শ্রীলঙ্কা পুলিশের মিডিয়া বিভাগ। রোববার তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। পরে তাকে হাইকোর্টে তোলা হবে।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী অ্যাশলি ডি সিলভা জানান, ওই ক্রিকেটারের গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি তারা জেনেছেন সোমবার সকালে। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বুধবার বোর্ডের পরবর্তী সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে।

■Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018-2020

মহারাষ্ট্রের পালঘর-এ ফের মৃদু ভূকম্পন, তীব্রতা মাত্র ২.৮

মুম্বই, ২৯ জুলাই (হি.স.): ফের হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। মঙ্গলবার গভীর রাতে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ২.৮। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাত ১.১৯ মিনিট নাগাদ ২.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলাউ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৬ কিলোমিটার গভীরে, ১৯.৯৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭২.৮৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় মাঝেমধ্যেই ভূকম্পন অনুভূত হয়। এর আগে গত ২৪ জুলাই পালঘর জেলাতেই মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল।

পরিসংখ্যানে স্বস্তি, ভারতে ২৮ জুলাই ৪.০৮ লক্ষেরও বেশি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (হি.স.): কোভিড-১৯ পরীক্ষার পরিসংখ্যান প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। কোভিড-১৯ পরীক্ষার ক্ষেত্রে একের পর এক রেকর্ড গড়ছে ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪.০৮ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (মঙ্গলবার সারা দিনে) ৪,০৮,০০০-রও বেশি কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৪,০৮, ৮৫৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বিগত ৫-৬ দিনের কোভিড-১৯ টেস্টের পরিসংখ্যান যথেষ্টই আশাব্যাঞ্জক। ২৮ জুলাই অবশ্য টেস্টের সংখ্যা কমেছে। করোনা-সংক্রমণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ২৮ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৭৭,৪৩, ৭৪০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৮ জুলাই ৪,০৮, ৮৫৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মে মাসের পর সর্বোচ্চ! আমেরিকায় ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২৯২ জনের

ওয়াশিংটন, ২৯ জুলাই (হি.স.): আমেরিকায় ২৪ ঘন্টাতেই নতুন করে কোভিড-২৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারা দিনে) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪,০০০ জন মানুষ। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৩৮ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

গোটা বিশ্বের মধ্যে মৃত্যু ও আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে থাকা, আমেরিকায় মৃত্যু-মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৯৮-তে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,২৯২ জনের। ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা এবং টেক্সাস

ছয়ের পাতায় দেখুন

কলেজে নেই সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন-পাঠন ভবিষ্যত অনিশ্চিত ১৩৮ পড়ুয়ার

কলকাতা, ২৯ জুলাই (হি. স): পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক স্তরে পঠন-পাঠনে সাঁওতালি মাধ্যম না থাকার দরুন চরম অনিশ্চয়তার মুখে রাজ্যের আদিবাসী উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ। নিজের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা অর্জনে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ার কারণে চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখোমুখি সাঁওতালি মাধ্যমের ১৩৮ জন উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়া। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক গোরাচাঁদ মুর্মু জানিয়েছেন, ছোটবেলা থেকে এই সকল পড়ুয়ারা সাঁওতালি মাধ্যমে লেখাপড়া করেছে।অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অংক সহ একাধিক বিষয় তারা সাঁওতালি ভাষাতেই পড়েছে। ফলে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর স্নাতক স্তরে কলেজগুলিতে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন-পাঠনের সুযোগ না থাকলে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এই সকল পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ।

অবিলম্বে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্তত একটি কলেজ প্রয়োজন যেখানে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন-পাঠন হবে। ছোটবেলা থেকেই এই সকল পড়ুয়ারা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত বইয়ের অভাব থেকে শুরু করে শিক্ষকের অভাব মুখোমুখি হতে হয়েছে এদের। তা সত্ত্বেও উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। কলেজগুলিতে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন-পাঠনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের কাছে একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রথমটি দেওয়া হয়েছিল গত বছরের ডিসেম্বরের ১০ তারিখে কোন কাজ না হওয়ায় দ্বিতীয়টি দেওয়া হয় চলতি বছরের জুলাইয়ের ১৭ তারিখে।জেলাশাসকের তরফ থেকে জানানো হয় বিকাশ ভবনের শিক্ষা কমিশনারকে বিষয়টি অবগত করানো হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি পাঁচুগোপাল হেম্ব্রম জানিয়েছেন, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্কুলগুলিতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হলেও কলেজগুলিতে এর কোনো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। ফলে এই মাধ্যমে লেখাপড়া করে প্রথম ব্যাচের উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা দুর্ভোগের পড়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ২৮ টি মাধ্যমিক স্কুল এবং ৮ টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন-পাঠন হয়।কিন্তু বরাবরই বই এবং শিক্ষকের অভাবের মুখোমুখি হতে হয়েছে এই সকল পড়ুয়াদের। অবিলম্বে কলেজগুলিতে যদি স্নাতক স্তরের পঠন-পাঠনে সাঁওতালি মাধ্যমে ব্যবস্থা না করা হয় তবে চিরকালের মতন এই সকল পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। কারণ ছোটবেলা থেকে যে ভাষায় লেখাপড়া করে এরা বড় হয়েছে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে বিজাতীয় ভাষায় এরা লেখাপড়া করতে পারবে না। প্রশাসন এই ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পর্যন্ত তা দেখা হবে।প্রশাসন সদর্থক ভূমিকা পালন না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে।এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করা বাঁকুড়া জেলার চান্দ্রা কল্যাণ সংঘ হরিজন হাইস্কুলের ছাত্র প্রসেনজিৎ হেমব্রম জানিয়েছে, ছাত্রজীবনে প্রাথমিক স্তর থেকে সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন করতে গিয়ে অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছে। বই এবং শিক্ষকের অভাবের মুখোমুখি বারে বারে হতে হয়েছে। কলেজগুলিতে সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন-পাঠন না হওয়ায় ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। স্নাতক স্তরে কোন বিষয় নিয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রশ্ন করা হলে প্রসেনজিৎ জানায় যে সে দর্শন নিয়ে লেখাপড়া করতে চায়। পরবর্তী সময় সে শিক্ষক রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবারের প্রত্যেকে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় রয়েছে বলে জানিয়েছে এই কিশোর। অন্যান্য মাধ্যমে যারা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে তাদের মতই সেও কলেজে যেতে চায় এবং তার প্রতি যাতে সমপরিমাণ আচরণ করা হয় সে দাবিও তুলেছে প্রসেনজিৎ।

সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন নিয়ে রাজ্যজুড়ে যে প্রতিকূলতার ছবি ফুটে উঠেছে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঝাড়গ্রামে রাজ কলেজের (মহিলা বিভাগ) বাংলার অধ্যাপিকা পম্পা হেমব্রম জানিয়েছেন, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম।শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষায় পঠন পাঠনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।কিন্তু বহুকাল ধরে সাঁওতালি শিশুরা তা থেকে বঞ্চিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

৩১ জুলাই ঈদ। তাই এখন সংখ্যালঘু মহিলাদের মধ্যে চলছে মেহেন্দি আঁকার তোড়জোর। ছবি- নিজস্ব।

চড়িলাম বিধানসভার উত্তর ব্রজপুর উপস্বাস্য কেন্দ্রে করোনা নমুনা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুলাই।। চড়িলাম বিধানসভার উত্তর ব্রজপুর এবং উত্তর চড়িলাম, আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় গত ২৭ জুলাই থেকে সিপাহিজলা জেলায় যে সার্বের মাধ্যমে করোনা নমুনা পরীক্ষা চলছে তাতে বুধবার অর্থাৎ ২৯ জুলাই এই তিনদিনে উত্তর ব্রজপুর উপস্বাস্য কেন্দ্রে মোট ৩৪ জনের এবং উত্তর চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে গত কাল এলাকায় একজনের রিপোর্ট পজিটিভ আসলে তাকে আগরতলা কোভিড সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়।তাছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় বুধবার সকাল এগারোটায় চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ নিজে উত্তর ব্রজপুর উপস্বাস্য কেন্দ্রে লালারস দিয়ে নমুনা পরীক্ষা করেন।এছাড়া যেখানে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা চলছে সেই উপস্বাস্য কেন্দ্রে রয়েছে ছয় থেকে সাত জন পরিচালিত একটি কমিটি। কিন্তু এখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এবং খুব সচেতনতার মধ্য দিয়ে এই নমুনা পরীক্ষার কাজ চলছে। যেখানে টিম রয়েছে শুধুমাত্র চারজনের বিশিষ্ট। এই চার জন দিয়ে এখানে সবকিছু মেইনটেইন করা অসম্ভব, কিন্তু সহায়তা করতে কমিটির একজন ছাড়া কেউ এগিয়ে আসছে না। কমিটির বাইরে থাকা এলাকার বুথ সভাপতি রাজেশ দেবনাথ এবং যুবমোর্চার খোকন দেবনাথ এই সরকারি পরীক্ষায় এলাকায় বিশিষ্ট সমাজ সেবক হিসেবে কাজ করছে। যেখানে বিশিষ্ট সমাজ সেবক হিসেবে পরিচিত উপস্বাস্য কেন্দ্রের পরিচালন কমিটির সদস্যরা হয়তো করেনা ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার ভয়ে উপস্বাস্য কেন্দ্রে আসছে না। শুধুমাত্র কমিটির সদস্য গোপাল দেবনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এখন জনমহলে প্রশ্ন সমাজ সেবকের কাজে না এসে নিজেকে কিভাবে সমাজ সেবক হিসেবে পরিচিত দেয় এলাকার কয়েকজন। এদিকে, বুধবার সকালে সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি উনার নিজের এলাকার একজন এমপি ডব্লিউর সাথে কথা বলে নেহাল চন্দ্রনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দত্ত দাস উনার স্বামীকে নিয়ে নেহাল চন্দ্রনগর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে করোণা সেম্পল দিয়ে আসে। এন্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে রিপোর্ট আসে সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি কোভিড -১৯ পজেটিভ আসে এবং উনার স্বামী নেগেটিভ আসে। তাছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে সিপাহিজালা জেলাশাসক চন্দ্র কুমার জমাতিয়ার স্ত্রী এবং কন্যার করোনা পজিটিভ আসে।

বর্তমানে সিপাহীজলা জেলা করোনা কে নিয়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে এই করোনা ভাইরাস মহামারি সময়ে সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দত্ত দাস রাজ্যবাসীকে করোনা মহামারী ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে মাক্স, সেনিটাইজার ব্যবহার করা এবং ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানান রাজ্যবাসীকে।

করোনা

গকুলনগর গোডাউনে শ্রমিক অসন্তুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুলাই।। আগরতলা থেকে সোনামুড়া ধনপুর ফুড গোডাওনে একটি গাড়ি আসে। যার নম্বর টিআর০১এফ০৯৩। এই গাড়িতে করে আটা নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে জানা গেছে ধনপুর গোডাউনে পাঁচজন শ্রমিকদের মধ্যে করোণা পিজিটিভ পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে গাড়িটি বিশালগড় মহকুমার গোকুলনগর রাস্তার মাতা গোডাউনে আসে। তখন রাস্তার মাথা গোডাউনের শ্রমিকরা সে গাড়ি থেকে আটা আনলোড করতে নারাজ। গোকুলনগর গোডাউনের ইন্সপেক্টর উনি বলেন যদি মাল গাড়ি থেকে না নামায় তাহলে ইন্সপেক্টর এর কাছে শ্রমিকরা লিখিত দিতে হবে। আর শ্রমিকদের বক্তব্য হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সে গাড়িটিকে স্যানিটাইজার না করা হবে ততক্ষণ তারা গাড়িটিকে স্পর্শ করব না। তা নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

লংতরাইয়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, প্রাণ গেল শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ধলাই জেলার লংতরাই ভেলি মহকুমার থাইয়া চন্দ্রপাড়য় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুটির নাম হরেন্দ্র ত্রিপুরা। বয়স তিন বছর। শনিবার থেকে ওই শিশুটি জ্বরে ভুগছিল। পরিবারের লোকজন রা শিশুটিকে মঙ্গলবার মানিকপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে রক্ত পরীক্ষা করে তার রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়।শিশুটির শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জরুরি ভিত্তিতে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কুলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে মানিকপুর প্রাথমিক হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই অ্যাম্বুলেন্সে শিশুটির মৃত্যু হয়।ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনার সংবাদে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে থাইয়া চন্দ্র রায় আরো বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ জ্বরে আক্রান্ত রয়েছে।তাদের মধ্যেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগী থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অবশ্য এখনো পর্যন্ত ওই এলাকায় কোনো চিকিৎসক দল যাননি।এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসক দল এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাঠানো জরুরি হয়ে উঠেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষ যখন দিশেহারা ঠিক সেই সময়ে রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা গুলোতে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে।স্বাস্থ্য দপ্তর ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কোনো কোনো এলাকায় ইতিমধ্যেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ শুরু হয়ে গেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য গত কিছুদিন আগে গন্ডাছড়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া র খবর পাওয়া গিয়েছিল।অবশ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তৎপরতায় বর্তমানে ওই এলাকায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার আর কোন খবর নেই। স্বাস্থ্য দপ্তর জরুরিভিত্তিতে ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে।উল্লেখ্য প্রত্যেক বছরই পার্বত্য ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণহানি র ঘটনা ঘটে চলেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যালেরিয়ার ওষুধ মজুদ রাখা হয়েছে। ম্যালেরিয়া মোকাবেলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় মশারি বিতরণ করা হচ্ছে।

খাসিয়ামঙ্গল গণধর্ষণকান্ডে এখনও অধরা দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গলে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল ২ অভিযুক্তকে এখনো জালে তুলতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ওই দুই মূল অভিযুক্ত হলো কাসেম মিয়া এবং গনি মিয়া। গণধর্ষণের ঘটনার পর থেকেই তারা পলাতক। গণধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত করে কিভাবে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। লক ডাউন এবংকারফিউ চলাকালে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে এধরনের জঘন্যতম ঘটনায় জড়িত আসামিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হল সেই প্রশ্ন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে গণধর্ষণ মামলার দুই মূল অভিযুক্ত কাসেম মিয়া এবং গনি মিয়া সোনামুড়া একটি স্থানে আত্মগোপন করে রয়েছে। গণধর্ষণ মামলার দুই মূল অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য এই মামলায় এখনো পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ২ মূল অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাসিয়া মঙ্গল সহ এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজৌরিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ, সেনার অভিযানে নিকেশ দু'জন পাক জঙ্গি

জম্মু, ২৯ জুলাই (হি.স.): ভারতীয় ভূখণ্ডে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা ফের রুখে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে পাক আশ্রিত জঙ্গিরা। তবে তৎপরতার সঙ্গে জঙ্গিদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। শুধুমাত্র ব্যর্থই করেনি, দু"জন পাক জঙ্গিকে নিকেশও করেছে ভারতীয় সেনা। এছাড়াও একজন জঙ্গি আহত হয়েছে।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজৌরি জেলার নৌশেরা সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে পাক আশ্রিত জঙ্গিরা। জঙ্গিদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় ভারতীয় জওয়ানদের। তৎক্ষণাৎ গুলি চালান ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। জঙ্গিরাও পাল্টা গুলি চালায়। দু"পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। গুলির লড়াইয়ের মধ্যেই ল্যান্ডমাইনে পা দিয়ে ফেলে অনুপ্রবেশকারীরা। বিস্ফোরণ ও গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু"জন জঙ্গির। একজন আহত হয়েছে। নিহত জঙ্গিদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে খুঁটি সহ পড়ে আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুলাই।। মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকার কুঞ্জ মুড়াপাড়ায় বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে খুঁটিসহ মাটিতে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এক বিদ্যুৎ কর্মী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই বিদ্যুৎ কর্মী বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠলে বিদ্যুতের খুঁটি ওই ব্যক্তিকে নিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ সারাই এর কাজে নিযুক্ত বিদ্যুৎ কর্মী গুরুতর ভাবে আহত হন। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই বিদ্যুৎ কর্মীর একটি পা ভেঙে গেছে বলে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। অন্যান্য বিদ্যুৎ কর্মীরা জানিয়েছেন বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে থাকায় বিদ্যুতের খুঁটি সহ পড়ে গিয়ে ওই বিদ্যুৎ কর্মী আহত হয়েছেন।

৬ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৬৫০ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৩৮,৯৬৪

জয়পুর, ২৯ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩২৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। নতুন করে ৩২৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮,৯৬৪। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৩২৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, সুস্থ হয়েছেন ২৫২ জন।

আক্রান্ত ৩২৮ জনের মধ্যে আজমের-এ ৪৭ জন, আলওয়ারে ১৫৪ জন, বন্সওয়াড়ায় ৭ জন, বরণে ৪ জন, ভিলওয়ারায় ১৩ জন, দৌসায় ১০ জন, হনুমানগড়ে ৫ জন, জয়পুরে ৬১ জন, জালোরে একজন, ঝালাওয়ারে ৪ জন, কোটায় ৬ জন এবং রাজাসমন্দে ১৬ জন সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮, ৯৬৪-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,৫৬৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১০,৭৪৫ এবং নতুন করে ৬ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬৫০ জনের।

ঈদ-উদ-জোহা মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ঈদ-উদ-জোহা (বকরিদ) উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মুসলিম সম্পদায়ের জনগণ সহ সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উৎসব ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির উৎসব। আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে রচিত হোক পারস্পরিক সৌহার্দ্য। রাজ্যের উন্নয়নের ধারায় উৎসবের এই বার্তা প্রসারিত হোক।

এক ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে এবারের এই উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে দেশ ও নিজেদের স্বার্থে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবার এই উৎসব পালিত হোক কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসারে। আমি রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুস্থতা ও নিয়ন্ত্রিত গতিযুক্ত জীবন প্রত্যাশা করছি।

ধর্মনগরে বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বাগবাসায় বাইক দুর্ঘটনায় তিন যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তিন যুবক একটি বাইকে করে যাচ্ছিল। শনিছড়া এবং বাগবাসার মাঝামাঝি স্থানে বাইক নিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই তিন যুবক। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় জনগণ দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত তিন যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ জানিয়েছে বাইক চালকের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামী তার কারণ এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

বাগমায় আগুনে পুড়ল দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। নাশকতামূলক অগ্নিকান্ডে গোমতী জেলার বাগমার করুইমোরা হঠাৎ চৌমুহনীতে একটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দোকানের মালিকের নাম মমতাজ মিয়া। লকডাউন এবং কারফিউ চলাকালে নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে দোকান ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনায় এলাকাবাসী রীতিমতো। অগ্নিকাণ্ডে দোকান ভস্মীভূত হওয়ার সংবাদ পেয়ে গোমতী জেলা পরিষদের সদস্য টিটন পাল সহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিক কে আর্থিক সাহায্য প্রদান সহ অন্যান্য যাবতীয় সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে প্রশাসনের তরফে আপদকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিককে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড বলেই পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। কে বা কারা এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত তা খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই নাশকতামূলক ঘটনায় কোন খুঁজে পায়নি পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডে দোকান ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

পত্রিকা হকারের মৃত্যুতে গন্ডাছড়া প্রেস ক্লাবের শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ জুলাই।। পত্রিকা হকারের মৃত্যুতে গন্ডাছড়া প্রেস ক্লাবের শোক প্রকাশ। বিকাশ যাদব নামে গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার এক পত্রিকা হকার মঙ্গলবার বিকালে নারায়নপুর দেবনাথ সিত নিজ বাড়িতে রিদ রোগে আক্রান্ত হন। প্রতিবেশীরা তাকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে ডাক্তার বাবুরা বিকাশ যাদবকে মৃত বলে ঘোষনা করে। বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিকাশ যাদব যেহেতু গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকার একজন পত্রিকা হকার ছিলেন, তাই এদিন গন্ডাছড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তার আত্তার সদগতি কামনা করে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়।পাশাপাশি মরদেহে ফুল,মালা দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জালী জানানো হয়।

গন্ডাছড়ায় অবৈধ কাঠ আটক করল বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ জুলাই।। অবৈধ কাঠ আটক করল গন্ডাছড়া বন দপ্তর। বুধবার লক ডাউনকে উপেক্ষা করে গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকায় একটি গাড়ি গোরা পেড়া করতে দেখে মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক গাড়িটি আটক করে। তখন গাড়িতে কাঠ দেখতে পেয়ে মহকুমা বন দপ্তরের কর্মীদের খবর দেয়। পরে বন দপ্তরের কর্মীরা কাঠ বোঝাই গাড়িটি আটক করে অফিসে নিয়ে আসে। বন দপ্তরের আধিকারিক জানান গাড়িতে প্রায় দশ থেকে বার হাজার টাকার কাঠ ছিল। গাড়ির নেই কোন কেরিং লাইচেন্স। গাড়ির নম্বরষ্টট্র ঞ্জ৪ স্ক ১৭৯৩. তিনি জানান এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে।

সংক্রমিত আরও ১,০৬৮ জন, ওডিশায় করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ২৯,১৭৫

ভুবনেশ্বর, ২৯ জুলাই (হি.স.): ওডিশায় বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১, ০৬৮ জন। ফলে ওডিশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৯,১৭৫। বুধবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।